প্রবাসে বাংলার কথা বলে

ওয়েব নিউজ

রবিবার
১০ মার্চ ২০২৪
২৬ ফাল্গুন ১৪৩০, ২৮ শাবান ১৪৪৫
বর্ষ ১। সংখ্যা ২

খেলা : ডাগআউটে না বসে গ্যালারিতে কেন এমবাপ্পে? ▶ ৭

কলাম : বিএনপি যাদের কথা শুনে বোকা বনলো ▶ ৪

WEB NEWS TELEVISION

রেজি নং- W931028381 • www.webnews24.fr

ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে স্থায়ী শহীদ মিনারে এই প্রথম পালিত হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

প্যারিসের স্থায়ী শহীদ মিনারে দূতাবাস-কর্মকর্তা ছাড়াই পালিত হলো মাতৃভাষা দিবস

বদরুল বিন আফরোজ

বায়ান্ন'র ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে স্থায়ী শহীদ মিনারে এই প্রথম পালিত হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। প্যারিসের প্রখ্যাত সেইন্ট ডেনিস ইউনিভার্সিটি বার্নার্ড মারিস স্কোয়ারে ২১ ফেব্রুয়ারি, বুধবার এক মিনিট নীরবতা পালন করেন শহীদ মিনারে আসা প্রবাসীরা। ওইদিন ফ্রান্সে দিনজুড়ে ছিল ঝড়-বৃষ্টি, এসব উপেক্ষা করে প্রবাসী বাংলাদেশীরা ফ্রান্স দূতাবাসের কর্মকর্তা ছাড়াই বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পনের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে স্থায়ী শহীদ মিনারে দূতাবাসের কর্মকর্তারা উপস্থিত না থাকায় কিছুসংখ্যক প্রবাসী দুঃখ প্রকাশ করেন । ফ্রান্সে বাংলাদেশ কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বলেছেন, বর্তমান দূতাবাস কর্মকর্তারা তাদের আধিপত্য বিস্তার করার কারণে ফ্রান্স বাংলাদেশ কমিউনিটির মধ্যে কয়েক ভাগে বিভক্তি তৈরি করেছেন, যা আগে কখনো দেখা যায়নি । স্থায়ী শহীদ মিনারে প্রবাসীদের উপস্থিতি যেন কম হয় , এজন্য তাদের এজেন্ট দিয়ে বেশ কয়েকটি জায়গায় অস্থায়ী শহীদ মিনার তৈরি করা হয়। ফ্রান্স প্রবাসীরা বলছেন হাইব্রিড কিছু আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এবং কিছু দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদেরকে দূতাবাস কর্মকর্তারা ব্যবহার করছেন। তাদের এমন কর্মকাণ্ডের কারণে আন্তর্জাতিকভাবে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে বলে প্রবাসীরা মন্তব্য করেন।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ফ্রান্স অভিবাসীদের জন্য ভাষার প্রয়োজনীয়তা কঠোর করা হয়েছে

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ফ্রান্স অভিবাসীদের জন্য একটি নতুন অভিবাসন আইন প্রয়োগ করেছে,জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি প্রচারের লক্ষ্যে ভাষার প্রয়োজনীয়তা কঠোরভাবে পালন করতে বলা হয়েছে।বিতর্কিত বিলটি ১৯ ডিসেম্বর ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি দ্বারা পাস করা হয়েছিল এবং পরে ২৫ জানুয়ারী সাংবিধানিক কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল, কিছু নিবন্ধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

সামাজিক সুবিধা এবং পারিবারিক পুনর্মিলন সম্পর্কিত কিছু ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও, আদালত কঠোর ভাষার প্রয়োজনীয়তা বহাল রেখেছে এবং অভিবাসীদের জন্য নাগরিক পরীক্ষা চালু করেছে।ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বিলটি অনুমোদন করেছেন, যা ২৬ জানুয়ারী ফ্রান্সের সরকারী জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। আদালতের সিদ্ধান্তের পর, ডানপন্থী আরএন পার্টির সভাপতি জর্ডান বারডেলা বলেন, তার দল বিশ্বাস করে যে সাংবিধানিক পরিষদ অভিবাসন বিলের কিছু

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ফিলিস্তিনিদের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধা নেই

-ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে ফ্রান্সের জন্য কোনো বাধা নেই। ইসরায়েলি বিরোধিতার কারণে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের প্রচেষ্টা স্থগিত হলে প্যারিস সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। শুক্রবার এ কথা বলেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। খবর রয়টার্স।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকে যদি একতরফাভাবে ফ্রান্স স্বীকৃতি দেয় তাহলে হয়তো বাস্তবে পরিস্থিতির তেমন কোনো পরিবর্তনই আসবে না। কিন্তু এর প্রতীকী ও কূটনৈতিক প্রভাব থাকবে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ফিলিস্তিনি সার্বভৌমত্বের বিরোধিতা করে বলেছেন, তিনি জর্ডানের পশ্চিমে ইসরায়েলের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণে আপস করবেন না। তার এই মনোভাব স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিপরীত।

ফরাসি আইনপ্রণেতারা ২০১৪ সালে তাদের সরকারকে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার স্বীকৃতির আহ্বান জানাতে ভোট দিয়েছিলেন। এটি একটি প্রতীকী পদক্ষেপ যা ফ্রান্সের কূটনৈতিক অবস্থানে সামান্য প্রভাব ফেলেছিল।

তবে প্রথম কোনো ফরাসি নেতা হিসেবে ম্যাক্রোঁই ফিলিস্তিন সম্পর্কে এ ধরনের পরামর্শ দিয়েছেন। তার এ ধরনের সিদ্ধান্ত এটাই প্রমাণ করে যে ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর থেকে গাজায় যে হতাহতের সংখ্যা বেড়েছে তাতে পশ্চিমা নেতারা কতটা অসন্তুষ্ট।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

পরিবার বাঁচাতে খাবারের সন্ধানে গাজার শিশুরা

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

মৃত্যুপুরী গাজায় ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার। প্রতিদিন এক টুকরো খাবারের আশায় এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়ায় অসংখ্য শিশু। কখনো উদ্বাস্তুদের অস্থায়ী শিবিরে। কখনো আবার রাস্তার ধারে। কেউ কেউ আবার ঘুরে বেড়ায় হাসপাতালের দুয়ারে দুয়ারে। এক টুকরো খাবার পেলেই পরিতৃপ্তিতে ছুটে যায় নিজ পরিবারের কাছে। এরপর ভাগাভাগি করে খায় ওই খাবার। পরিবার বাঁচাতে খাবার সন্ধানে এভাবেই প্রতিনিয়ত ছুটছে গাজার শিশুরা।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ভূমধ্যসাগরে দুই অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু, বাংলাদেশিসহ উদ্ধার ৫৭

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

সেন্ট্রাল ভূমধ্যসাগরে একটি অভিবাসীবাহী নৌকা থেকে দুইজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ওই নৌকায় থাকা আরো ৫৭ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীকে জীবিত উদ্ধার করেছে অভিবাসীদের উদ্ধারে কাজ করা একটি জাহাজ। তাদের বেশিরভাগই বাংলাদেশি নাগরিক।

জার্মান এনজিও সি-আই পরিচালিত অভিবাসী উদ্ধারকারী জাহাজ সি-আই-ফোর ২৮ ফেব্রুয়ারি এ তথ্য জানিয়েছে।

ভূমধ্যসাগরে মঙ্গলবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) মাল্টার অনুসন্ধান এবং উদ্ধার অঞ্চলে দুর্দশাগ্রস্ত একটি নৌকার ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে যায় সি-আই-ফোর

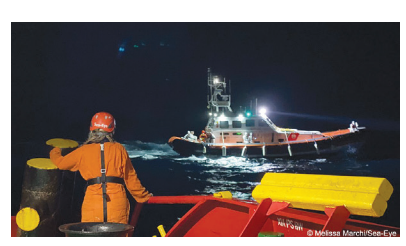

নামের উদ্ধারকারী জাহাজটি। নাবিকেরা অভিবাসীবাহী নৌকাটির ডেকে চারজনকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পান। তাদের মধ্যেই দুই জন মারা গেছেন।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ওয়েব নিউজ টেলিভিশনের প্রিন্ট সংখ্যার যাত্রা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক

ওয়েব নিউজ টেলিভিশনের প্রিন্ট সংখ্যার পাঠ উন্মোচন করে প্রিন্ট সংখ্যার যাত্রা শুরু করেছে। গত ১৫ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬ টায় ক্যাথসীমা বনফুল রেস্টুরেন্ট হলরুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কেক কেটে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন ওয়েব নিউজের উপদেষ্টা ও সম্পাদক এবং ফ্রান্সে বসবাসরত সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ সহ প্রবাসী বাংলাদেশীরা। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় কবি সুহেল আহমদের সঞ্চালনায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ওয়েব নিউজের সি,ই,ও এবং প্রিন্ট সংখ্যার সম্পাদক বদরুল বিন আফরোজ এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যও রাখেন তিনি। তিনি তার বক্তব্যে বলেন ওয়েব নিউজ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ এবং আপোষহীন ভূমিকা রেখে প্রবাসীদের নানান বাস্তবমুখী সমস্যাগুলো তুলে ধরে ইতিমধ্যে সংবাদ প্রকাশ করছে।এসময় ওয়েব নিউজ ন্যায়ের পক্ষে আজীবন কথা বলে যাবে বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি।

পাঠ উন্মোচনের আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক ইউরো ভিশন নিউজ- সম্পাদক এম এ মান্নান আজাদ।প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন ফ্রান্সের প্রথম একটি

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ওয়েব নিউজ টেলিভিশনের প্রিন্ট সংখ্যার পাঠ উন্মোচন করে প্রিন্ট সংখ্যার যাত্রা শুরু হয়।

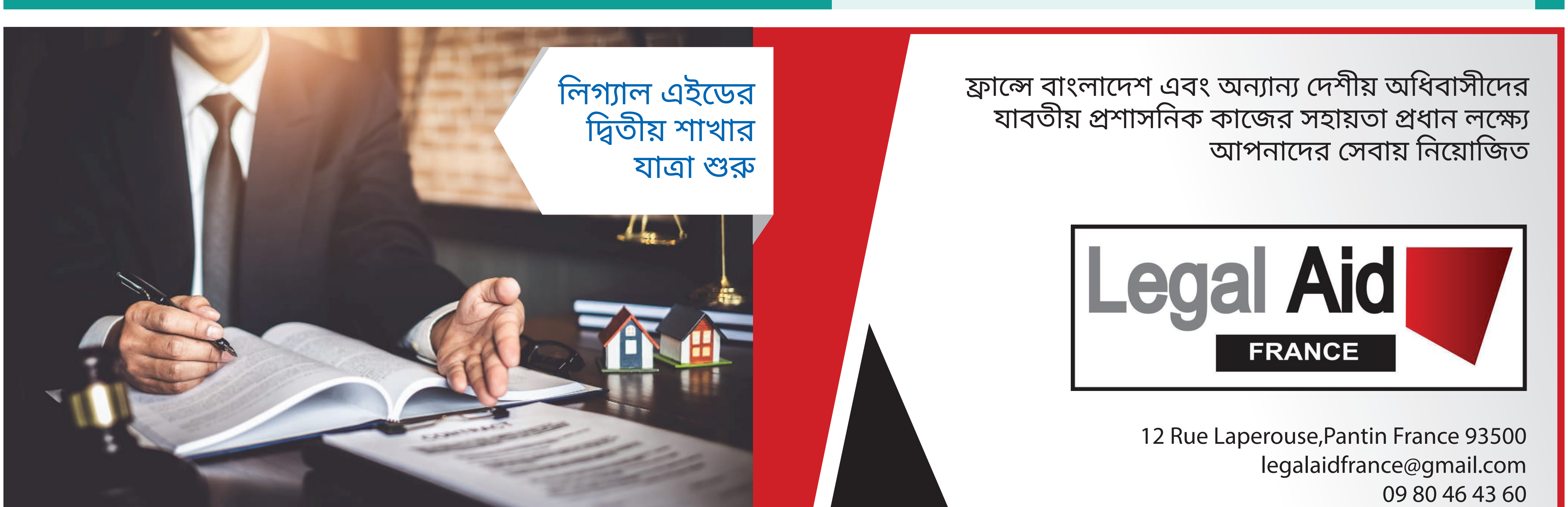

রবিবার, ১০ মার্চ ২০২৪
২৬ ফাল্গুন ১৪৩০

প্রবাসে বাংলার কথা বলে
ওয়েব নিউজ

প্যারিসের স্থায়ী শহীদ মিনারে দূতাবাস-কর্মকর্তা ছাড়াই পালিত হলো মাতৃভাষা দিবস

(১ম পৃষ্ঠার পর)
এসময় উপস্থিত ছিলেন আয়েবা মহাসচিব কাজী এনায়েত উল্লাহ ইনু, সিকানো বাঙালি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সরুফ সদিওল। ফ্রান্সে বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধারাসহ ফ্রান্সের সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ, এছাড়াও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রবাসী বাংলাদেশী, গণমাধ্যমকর্মী, বাংলাদেশ কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ স্থানীয় মেয়রের প্রতিনিধি দল।

ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য আয়োজক অ্যাসোসিয়েশন সিকানো বাঙালি সভাপতি ও আয়বার মহাসচিব উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ভাষা শহীদদের স্মরণে নির্মিত শহীদ মিনারটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ফ্রান্সের মাটিতে স্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করতে এসে অনেক বাঙালি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

ফ্রান্সে এটি দ্বিতীয় স্থায়ী শহীদ মিনার হলেও প্যারিসে এটি প্রথম স্থায়ী শহীদ মিনার। এর আগে ২০২১ সালে ফ্রান্সের তুলুজ শহরে প্রথম স্থায়ী শহীদ মিনার স্থাপন করা হয়। তবে দীর্ঘদিন থেকে অস্থায়ী শহীদ মিনার তৈরি করে শহীদদেরকে শ্রদ্ধা জানানো হতো, এবার স্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্প অর্পন করতে পেরে প্রবাসীরা আনন্দিত।

ভূমধ্যসাগরে দুই অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু, বাংলাদেশিসহ উদ্ধার ৫৭

(১ম পৃষ্ঠার পর)
সি-আই এর অনুসন্ধান ও উদ্ধারকাজের প্রধান ইয়ান রিবেক বলেন, "দুই জন মানুষের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত, যাদের জন্য সহযোগিতা এসেছিল অনেক দেরিতে।"

তিনি আরো বলেন, "ডেকের নিচে আটকে থাকা এবং বিষাক্ত ধোঁয়ার সংস্পর্শ কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে তা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ।"

জীবিতদের উদ্ধার করা এবং গুরুতর আহত রোগীদের দ্রুত সরিয়ে নেয়ার কারণে নৌকায় থাকা বেশিরভাগ অভিবাসনপ্রত্যাশীর জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়েছে বলেও জানান তিনি।

উদ্ধার করা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মধ্যে বেশিরভাগ বাংলাদেশি হলেও, মোট কতজন বাংলাদেশি সেখানে ছিলেন তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। যে দুইজন মারা গেছেন, তাদের জাতীয়তার বিষয়েও কোনো তথ্য দিতে পারেনি সি-আই।

সংস্থাটির মুখপাত্র গর্ডেন ইসলার বুধবার ইনফোমাইগ্রেন্টসকে জানিয়েছেন, "নৌকাটিতে থাকা বেশিরভাগ মানুষ ছিলেন বাংলাদেশি। এছাড়াও সিরিয়ান ও পাকিস্তানি নাগরিকও ছিলেন সেখানে। তবে, যে দুইজন মারা গেছেন, তারা কোন দেশের নাগরিক তা বলতে পারছি না।"

তিনি আরো বলেন, "আমরা ৫৭ জনকে উদ্ধার করেছি। দুর্ভাগ্যবশত, দুইজন ইতিমধ্যেই মারা গেছেন। চারজনকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনকে মাল্টায় এবং তিনজনকে লাম্পেদুসায় পাঠানো হয়েছে। আমাদের জাহাজে এখন ৫৩ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী রয়েছেন আর মরদেহ দুটি আছে।"

জাতিসংঘের অভিবাসন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা আইওএম জানিয়েছে, ২০২৩ সালে সেন্ট্রাল ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে অন্তত আড়াই হাজার মানুষ মারা গেছেন বা নিখোঁজ হয়েছে। সংখ্যাটি তার আগের বছরের তুলনায় অন্তত ৭৫ ভাগ বেশি।

ফ্রান্স অভিবাসীদের জন্য ভাষার প্রয়োজনীয়তা কঠোর করা হয়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)
অংশ প্রত্যাখ্যান করেছে যা ফরাসি জনগণ দ্বারা ব্যাপকভাবে সমর্থিত।

ম্যাক্রন ২০ ডিসেম্বর বলেছিলেন যে প্রস্তাবিত আইনটি অভিবাসন প্রবাহকে মোকাবেলা করবে, অবৈধ অভিবাসন মোকাবেলা করবে এবং ভাষা, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের মাধ্যমে একীকরণ বাড়াবে। প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী অলিভিয়ার ডুসপ্ট জোর দিয়েছিলেন: ইইউ বহির্ভূত বিদেশীদের একত্রিত করার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো ভাষা অধিগ্রহণ এবং কর্মসংস্থান। কিন্তু সমালোচকরা বলছেন যে আইনটি অভিবাসন এবং নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে দেশের দৃষ্টিভঙ্গির একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনকে নির্দেশ করে যে সমস্ত অভিবাসীরা একটি আবাসিক নথির জন্য আবেদনকারীকে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের নীতির প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করে প্রতিশ্রুতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হবে। ইনালকো ইউনিভার্সিটি প্যারিসের নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং ফ্রেঞ্চ কোলাবোরেটিভ ইনস্টিটিউট অন মাইগ্রেশন বা সিআই মাইগ্রেশনের পরিচালক মারি-ক্যারোলিন সাগ্লিও-ইয়াটজিমিরস্কি বলেন, ভাষার প্রয়োজনীয়তা তাদের ফরাসি দক্ষতা, তথ্য প্রবেশে উপর ভিত্তি করে দীর্ঘমেয়াদী বসবাসের জন্য আবেদনকারীদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করে, সাক্ষরতার মাত্রা এবং আর্থিক সংস্থান।

পরিবার বাঁচাতে খাবারের সন্ধানে গাজার শিশুরা

(১ম পৃষ্ঠার পর)
১১ বছর বয়সি মোহাম্মদ জোরাবও তাদের মধ্যে একজন। প্রতিদিন সকাল হলেই প্লাস্টিকের বাটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে খাদ্যের সন্ধানে। দক্ষিণ গাজার রাফাহ শহরের অলিগলি খুঁজে বেড়ায় এক টুকরো খাবার। কখনো প্রতিযোগিতার লাইন ধরে। কখনো আবার খাবার না পাওয়ার ভয়ে লাইন ভেঙে অন্যদের টপকিয়ে খাবার সংগ্রহের আশায় থাকে। বিবিসি।

বাবা-মায়ের চার সন্তানের মধ্যে বড় জোরাব। বাবা, ভাই-বোন আর অসুস্থ মাকে নিয়ে তার পরিবার। প্লাস্টিক এবং টারপলিন দিয়ে ঘেরা একটি অস্থায়ী ঘরে তাদের বসবাস। ইসরাইলের নৃশংস হামলার ভয়ে গাজার উত্তর থেকে পালিয়ে দক্ষিণের রাফাহ

বেইলি রোডে বিভীষিকার রাত আগুনে মৃত্যু ৪৫

নিজস্ব প্রতিবেদক

সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বেইলি রোডে আগুনে ৪৫ জনের মৃত্যু ঘটেছে। এছাড়াও আহত হয়েছেন শতাধিক মানুষ। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন গণমাধ্যমকে এই তথ্য জানিয়েছেন।

দগ্ধদের শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ভবন থেকে লাফিয়ে পড়ে আহত অন্তত ২০ জনের চিকিৎসা চলছে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। লাশ নেওয়া হয়েছে ঢাকা মেডিক্যাল মর্গে।

পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস জানায়, রাত ৯টা ৫১ মিনিটের দিকে গ্রিন কোজি কটেজ নামের ভবনটিতে আগুন লাগে। খবর পেয়ে রাত ৯টা ৫৬ মিনিটের দিকে ফায়ার সার্ভিসের আটটি ইউনিট দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে। পরে আরো চারটি ইউনিট যুক্ত হলে মোট ১২টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। রাত ১১টা ৫০ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

বেইলি রোডের যে ভবনে আগুন লেগেছে, সেটি সাততলা। এতে নানারকম খাবারের দোকান রয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর থেকে খাবারের দোকানগুলোতে ক্রেতাদের ভিড় হয়। অনেকেই পরিবার নিয়ে সেখানে খেতে যান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভবনটি প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় আগুন লাগার পর তা ওপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পাশাপাশি ক্রেনের সাহায্যে ভবনের সপ্তম তলা ও ছাদে আশ্রয় নেওয়া ব্যক্তিদের নামিয়ে আনতে থাকেন তাঁরা।

বেইলি রোডের ব্যস্ততম এলাকায় ওই ভবনে ছিল না কোনো অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা। জরুরি অবস্থায় বের হওয়ারও কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

আগুনে পুড়ে যত না মানুষ মারা গেছে, তার চেয়েও বেশি মারা গেছে ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে। তিনতলায় ছিল কাপড়ের দোকান। বাকি সব ছিল রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্টগুলোতে ছিল গ্যাস সিলিন্ডার। যে কারণে আগুনের তীব্রতা ছড়িয়েছে ভয়াবহভাবে।

বেঁচে ফেরা দুজনের বয়ানে অগ্নিকাণ্ড : আগুন লাগার পর দৌঁড়ে আমরা ওপরে যাই। ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরের লোকজন ছাদে উঠার চেষ্টা করেন। ৭ তলা ভবনের পুরোটা আগুনের ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে যায়। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল অনেকের। অনেকে ওই ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাঁচার জন্য তারা বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটি করেন। অনেকে গ্লাস ভেঙ্গে গ্রিল ধরে নামেন। অনেকে লাফ দেন।

সম্প্রতি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বেডে শুয়ে কথাগুলো বলছিলেন বেইলি রোডের বাণিজ্যিক ভবনের অগ্নিকাণ্ড থেকে বেঁচে ফেরা দুজন ব্যক্তি। তারা দুজনই ওই ভবনের ভিন্ন দুটি রেস্টুরেন্টে কাজ করতেন।

নিচতলায় অবস্থিত 'মেজবানি খানা' নামে রেস্টুরেন্টের কর্মী কামরুল হাসান বলেন, আমরা প্রথমে একটা শব্দ পেয়ে বাইরের দিকে তাকাই। তখন গেটের সামনে আগুন দেখতে পাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনের ধোঁয়া পুরো বিল্ডিংয়ে ছড়িয়ে যায়। আমরা আর গেট দিয়ে বের হতে পারি নাই। তখন আমরা যারা রেস্টুরেন্টে ছিলাম তারা ওপরের দিকে উঠে যাই। কিন্তু সিঁড়িতে ৫ তলা পর্যন্ত উঠে আটকে যাই। আগে থেকেই অনেক লোক সেখানে অবস্থান করছিল। ওপরে আর উঠতে পারি নাই লোকের কারণে। ওই ফ্লোরে একটা রেস্টুরেন্টে আছে, আমরা কিছু মানুষ তখন সেখানে আশ্রয় নেই।

আগুনের ধোঁয়ায় ভবনে থাকা অধিকাংশ মানুষ অসুস্থ হয়ে যায় জানিয়ে তিনি বলেন, ধোঁয়ায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় যায়। যে যার মতো এদিক-ওদিক দৌঁড়াদৌঁড়ি করতে থাকে। যতটুকু দেখেছি অনেকে এই ধোঁয়ার কারণে হাঁটতে পারছিল না। এই ধোঁয়া বের হওয়ার মতো কোনও ব্যবস্থা নাই। ওই ফ্লোরের রেস্টুরেন্টের কিচেনে একটু ফাঁকা ছিল, ওইটা দিয়ে আমি নিচে লাফ দেই। তারপর আর আমার কোনও হুঁশ ছিল না।

ভবন থেকে বের হওয়ার জরুরি কোনও সিঁড়ি ছিল না জানিয়ে কামরুল বলেন, আমি ওইখানে ১ বছর ধরে কাজ করি। লিফট আর সিঁড়ি ছাড়া বিল্ডিং থেকে নামার অন্য কোনও ব্যবস্থা দেখি নাই।

কাঁচে ঘেরা বদ্ধ ভবনে বাতাস আসা-যাওয়ার মতো অবস্থা ছিল না জানিয়ে ওই ভবনের তিন তলায় অবস্থিত 'খানাস রেস্টুরেন্টে'র কর্মী জুবায়ের বলেন, ঘটনার সময় আমি খাবার তৈরির কাজ করছিলাম। পরে আমাদের ক্যাশিয়ার এসে বলে নিচে আগুন লাগছে। সবাই ওপরে আসেন। আমি বের হয়ে নিচে নামার জন্য গেলে দেখি সবাই ওপরেই উঠতেছে। নিচ থেকে সিঁড়ি দিয়া কালো ধোঁয়া ওপরেই আসতাছে। দৌঁড়াইয়া ছাদে যাই। সেইখান থেকে অনেকের দেখা দেখি আমিও ছাদ থেকে লাফ দেই। তারপর আর কিছু মনে নাই। আমারে হাসপাতালে নিয়া আসে।

ভবনের রেস্টুরেন্টগুলোতে ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডারগুলো নিচে থাকে বলে জানান তিনি।

ইটালির সঙ্গে অভিবাসন চুক্তি, আলবেনিয়ার সংসদের অনুমতি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)
উপকূলরক্ষীরা সমুদ্র থেকে উদ্ধার করবে তাদেরকে আলবেনিয়ায় পাঠাতে পারবে ইটালি। অপরদিকে, বিভিন্ন বেসরকারি মানবিক উদ্ধার জাহাজের সহায়তায় উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিরা এটির আওতার বাইরে থাকবেন।

এই চুক্তির তীব্র সমালোচনা করছে আলবেনিয়া ও ইটালির বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এবং অভিবাসন সংস্থাগুলো। এরই প্রেক্ষিতে আলবেনিয়ার সাংবাধানিক আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল চুক্তির বিষয়টি। পরবর্তীতে আদালতও এতে বৈধতা দেয়।

আদালত জানিয়েছিল, এই চুক্তির ফলে আলবেনিয়ার ভৌগলিক অখণ্ডতা হুমকির মুখে পড়ছে বিষয়টা এমন নয়।

সবশেষ বৃহস্পতিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) আলবেনিয়ার পার্লামেন্টে অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে মোট ১৪০ ভোটের মধ্যে ৭০ ভোট পেয়ে পাস হয়েছে বিলটি।

ক্ষমতাসীন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট এবং বিরোধীদের একটি পক্ষের ভোট পেয়ে আইনটি অনুমোদন পেয়েছে। যদিও বিরোধী ডান শিবির শুরু থেকেই এই চুক্তির বিরোধিতা করে আসছিল। তারা এই ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছে।

দেশটির প্রধানমন্ত্রী এডি রামার সমালোচনা করে ডানপন্থি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, "এই চুক্তিতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে এবং এটি দায়িত্বহীন এক চুক্তি, যা দেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি।"

রোম ও তিরানার মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী, ভূমধ্যসাগর থেকে যেসব ব্যক্তিদের ইটালির উপকূলরক্ষীরা উদ্ধার করবে তাদেরকে আলবেনিয়ায় পাঠানো হবে। প্রাথমিকভাবে তাদের আশ্রয়প্রক্রিয়া চালিয়ে নিতে দুটি কেন্দ্র খোলার বিষয়ে চুক্তি করে আলবেনিয়া-ইটালি। চুক্তি অনুযায়ী আশ্রয়ের আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের সময়ে এই আশ্রয়প্রার্থীরা আলবেনিয়াতে অবস্থান করবেন।

আলবেনিয়ার একটা বন্দরের কাছে কেন্দ্র দুটি স্থাপন করা হবে যেখানে আশ্রয়প্রার্থীদের আবেদন নিবন্ধিত হবে। ইটালি সরকারের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্র দুটি পরিচালিত হবে। তাছাড়া আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের সময়ে তাদেরকে জায়গা দিতে বসতি স্থাপন করা হবে।

আলবেনিয়ার যে বন্দরে অভিবাসীদের নিয়ে যাওয়া হবে তার নাম শেংজিন। বন্দরটি আগে আলবেনীয় নৌবাহিনী ব্যবহার করত। অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের আলবেনীয় এই উত্তর উপকূল এখন একটি দর্শনীয় স্থান।

চলতি বছরের বসন্তে কেন্দ্র দুটো চালু হওয়ার কথা হয়েছে। পাঁচ বছর মেয়াদি এই চুক্তির বাস্তবায়নে ৬৫০ মিলিয়ন ইউরো থেকে ৭৫০ মিলিয়ন খরচ হবে।

তিরানার মতে, দুটি ক্যাম্প নির্মাণের খরচ এবং সেগুলোর পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও নিরাপত্তার পাশাপাশি আশ্রয়প্রার্থীদের চিকিৎসা সেবার পুরো খরচ বহন করবে ইটালি সরকার।

চুক্তি অনুযায়ী, আলবেনিয়ায় এককালীন তিন হাজারের বেশি আশ্রয়প্রার্থী থাকতে পারবেন না।

এর আগে ইটালির সংসদের নিম্নকক্ষে এবং সেনেটে পাশ হয় চুক্তিটি। যদিও ইটালির সংসদে বিরোধী সদস্যরা এই চুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রী জর্জা মেলোনির সমালোচনা করেন। তাদের দাবি, চুক্তিটিকে 'নির্বাচনী প্রপাগান্ডা' হিসেবে ব্যবহার করছে সরকার।

তারা বলছে, সরকারের এই প্রকল্প অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ইটালিতে আগমন কমাবে এমন সম্ভাবনা কম। তাছাড়া এটি একটি ব্যয়বহুল প্রকল্প বলেও মত দেন তারা।

এই চুক্তির সমালোচনা অব্যাহত রেখেছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থাও। বেসরকারি সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি বলছে, "এমন চুক্তি অমানবিক।"

বিভিন্ন মহলের সমালোচনার মুখে আলবেনিয়া সরকার জানায়, এই চুক্তিটি ইউরোপের দেশটির সঙ্গে হওয়া একটি চুক্তির সঙ্গে সমন্বয় রেখে এবং আলবেনিয়ার সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাওলান্ত বালা বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, "আমরা আলবেনিয়ার একখণ্ড ভূমিও বিক্রি করছি না। আমরা ইটালিকে একটু জায়গা দিচ্ছি, যেমন বিদেশি দূতাবাস স্থাপনের ক্ষেত্রে দিয়ে থাকি।"

সমুদ্রপথের অভিবাসীদের লিবিয়ায় ফেরানো বেআইনি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)
তাদের লিবিয়া পাঠিয়ে দেয়া হয়।

আদালত জানায়, আন্তর্জাতিক জলসীমা থেকে ১০৫ কিলোমিটার দূরে উদ্ধার অভিযানে তাদের রক্ষা করা গিয়েছিল। সেখানে অন্তসত্বা ও শিশুরাও ছিল।

এক বছরের কারাদণ্ডে দেয়া হয়েছে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে। তবে তার নাম গোপন রাখা হয়েছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক বা দুর্বল ব্যক্তিদের পরিত্যাগের অপরাধ, নিয়মবহির্ভূত অবতরণ এবং অন্য ব্যক্তিদের পরিত্যাগের দায়ে এই সাজা দেয়া হয়।

তবে অপরাধীর কারাগারে থাকতে হবে না। কারণ ইটালিতে চার বছরের কম মেয়াদের কারাবাসের সাজা হলে অপরাধীকে কারাগারে থাকতে হয় না।

আপিল আদালতের এই রায় চূড়ান্ত বলে জানা গিয়েছে। এর আগে দুটো নিম্ন আদালতের দেয়া সিদ্ধান্ত বহাল থাকছে। ১ ফেব্রুয়ারি এই রায় দেয়া হলেও ইটালির সংবাদমাধ্যম সপ্তাহান্তে এই খবর প্রকাশ করে। রোববার (১৮ ফেব্রুয়ারি) বার্তাসংস্থা রয়টার্সের কাছে এই রায়ের প্রতিলিপি আসে।

ইটালি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সরকার অনিয়মিত অভিবাসন নিয়ে একাধিক কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে।

অনিয়মিত অভিবাসন বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০২২ সালের অক্টোবরে ক্ষমতায় এসেছিলেন ইটালির ডানপন্থি রাজনীতিবিদ জর্জা মেলোনি। তাই অনিয়মিত অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ করা ছিল প্রধানমন্ত্রী মেলোনির মূল লক্ষ্যগুলোর একটি। উত্তর আফ্রিকার দেশগুলো থেকে মূলত লিবিয়া হলে ইটালিতে আসেন অভিবাসনপ্রত্যাশীরা। অনিয়মিত অভিবাসনে রাশ টানতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে মেলোনি সরকার।

মেডিটেরানিয়া সেভিং হিউম্যানস মাইগ্রেন্টস রেসকিউ গ্রুপয়ের এক্স প্ল্যাটফর্মে বলা হয়েছে, "আমরা বছরের পর বছর ধরে যা বলে আসছি। এখন সেটা আদালতেও প্রমাণিত হয়েছে। লিবিয়া নিরাপদ দেশ নয়।"

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ইটালীয় শাখা আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছে। অভিবাসন নিয়ে লিবিয়া কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরকারের সহযোগিতার সমালোচনা করেছে তারা।

তারা বলছে, "অভিবাসীদের লিবিয়ায় সরিয়ে দেওয়া এবং লিবিয়ান কোস্ট গার্ডকে সরকারের সহযোগিতা করার অর্থ মানুষকে নিরাপত্তা না দেয়া।"

আন্তর্জাতিক আইনে অভিবাসীদের জোর করে নিজেদের দেশে ফেরানোর নিয়ম নেই, যেখানে তারা গুরুতর ঝুঁকির মুখে পড়তে পারেন। অথবা নিজের দেশে নিয়মিত শোষণ, ব্যাপক নির্যাতনের মুখোমুখি হতে পারেন। অথচ এ জাতীয় একাধিক অভিযোগ উঠেছে লিবিয়ার বিরুদ্ধে।

২০১৮ সালে অ্যাসো-২৮-কে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলো জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর। তারা বলেছিল, এটা সম্ভবত "আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন"।

প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ সমুদ্রপথে ইউরোপে আসতে গিয়ে জলে ডুবে প্রাণ হারান । সরকারগুলোর আপত্তি সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি মানবিক সংস্থা এক যোগে ভূমধ্যসাগর থেকে জীবনের ঝুঁকিতে পড়া অভিবাসীদের উদ্ধার করে চলেছে। এসব জাহাজকে অনেক সময় বন্দরে ভিড়তে দেওয়া হচ্ছেনা, তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে।

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন বিষয়ক সংস্থা আইওএম জানিয়েছে, ২০২৩ সালে ভূমধ্যসাগরে দুই হাজার ৭৫০ জনেরও বেশি মানুষ মারা গেছেন অথবা নিখোঁজ হয়েছেন। আর এই পরিসংখ্যানটি আগের পাঁচ বছরের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি।

ওয়েব নিউজ টেলিভিশনের প্রিন্ট সংখ্যার যাত্রা শুরু

(১ম পৃষ্ঠার পর)
সংবাদ মাধ্যম যা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করে যাচ্ছে যেখানে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা গণমাধ্যমের বাক স্বাধীনতাকে হরণ করে রাখা হয়েছে সেই জায়গায় প্রবাসের মাটিতে ওয়েব নিউজ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করছে।

পত্রিকার প্রকাশক লিগ্যাল এইড এর প্রেসিডেন্ট এম এ আজাদ তিনি তার বক্তব্য বলেন ওয়েব নিউজ সত্য প্রকাশে নির্ভীক যা ফ্রান্সে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাচ্ছে এবং বস্তনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করার কারণে একটা সময় ওয়েব নিউজ পুরো ইউরোপ জুড়ে ভালো একটি অবস্থান তৈরি করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি এবং ওয়েব নিউজের সকল ধরনের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেন বলে ও উল্লেখ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক ইউরো ভিশন নিউজ- সম্পাদক এম এ মান্নান আজাদ।প্রধান মেহমান ক্যাথসীমা মসজিদের সহ-সভাপতি সালেহ চৌ:,বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লিগ্যাল এইডের প্রেসিডেন্ট আজাদ মিয়া,মানবাধিকার কর্মী মাহবুবুল হক কয়েছ মিয়া,মানবাধিকার কর্মী বেলাল আহমদ, এটিএন নিউজ এর ফ্রান্স প্রতিনিধি তাজউদ্দিন,যুব ফোরাম ভারপ্রাপ্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট মুন্না আহমেদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান তারেকসহ আরো বিভিন্ন শ্রেনী-পেশার ফ্রান্স প্রবাসীরা।

গ্রিক দ্বীপ থেকে উদ্ধার ২ শতাধিক অভিবাসনপ্রত্যাশী

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

এজিয়ান সাগরের পূর্বাঞ্চল থেকে দুই শতাধিক অভিবাসনপ্রত্যাশীকে উদ্ধার করেছে গ্রিস। দেশটির উপকূলরক্ষীরা জানিয়েছেন, গেল বছরের মতো চলতি বছরেও এজিয়ান সাগরীয় গ্রিক দ্বীপগুলোতে অভিবাসীদের আগমন অব্যাহত রয়েছে।

তারা জানিয়েছে, ২৫ ফেব্রুয়ারি ক্রিতির দক্ষিণ দিকের গাভদোস দ্বীপ থেকে আরো ৪০ নটিক্যাল মাইল দূরে এজিয়ান সাগরে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় ১১৪ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীকে উদ্ধার করা হয়েছে।

ক্রিতিতে নিয়ে আসা পর্যন্ত অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মধ্যে কোন কোন দেশের নাগরিকেরা রয়েছেন, তা জানা যায়নি।

কস দ্বীপের পাশ দিয়ে অনেক অভিবাসনপ্রত্যাশী নিয়ে একটি স্পিডবোটকে লাইট বন্ধ করে ছুটে যেতে দেখেছেন টহলরত উপকূলরক্ষীরা। তারা আরো জানিয়েছেন, বোটটিকে থামানোর চেষ্টা করা হলেও তারা তা অমান্য করে ছুটে যায়। এতে বোটে থাকা যাত্রীদের জীবন ঝুঁকিতে পড়বে বলে শঙ্কা করেন তারা।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গ্রিক উপকূলরক্ষীরা জানিয়েছেন, তাড়া করে ওই স্পিডবোটটিকে থামানোর পাশাপাশি বোটটি চালানোর দায়িত্বে থাকা দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

অভিবাসী উদ্ধারে পণ্যবাহী জাহাজ

গত শুক্রবার ক্রিতি থেকে ৯৫ কিলোমিটার দূরে দুর্দশাগ্রস্ত ৮৫ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীকে উদ্ধার করেছে একটি পণ্যবাহী জাহাজ। অভিবাসীবাহী নৌকাটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেলে তারা সাহায্যের আবেদন জানায়।

অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মধ্যে ৩৫ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। উদ্ধারের পর তাদের গ্রিক উপকূলরক্ষীদের হাতে তুলে দেয়া হয়। পরে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের নিয়ে আসা হয় ক্রিতির রাজধানী হেরাকিলনের কালন লিমননে।

উপকূলরক্ষীরা জানিয়েছেন, গত বৃহস্পতিবার লিবিয়ার তবরুক থেকে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের নিয়ে নৌকাটি ছেড়ে আসে। ইউরোপে পৌঁছাতে নৌকাটিতে থাকা যাত্রীদের প্রত্যেকে তিন হাজার সাতশ থেকে চার হাজার ছয়শ ইউরো করে দিয়েছেন মানবপাচারকারীদের।

অনিয়মিত প্রবেশ ও অনিয়মিত প্রবেশে সহযোগিতার অভিযোগে ওই নৌকায় থাকা দুই জনকে আটক করা হয়েছে।

জার্মান বার্তা সংস্থা ডিপিএ জানিয়েছে, লিবিয়া থেকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে গ্রিসমুখী অভিবাসনপ্রত্যাশীদের সংখ্যা সম্প্রতি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। সম্প্রতি তবরুক হয়ে ক্রিতিতে আসার রুটটি ব্যবহার করছে মানবপাচারকারীরা।

ফিলিস্তিনিদের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধা নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)
প্যারিসে জর্ডানের রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লাহর পাশাপাশি ম্যাক্রোঁ বলেন, 'এই অঞ্চলে আমাদের অংশীদাররা, বিশেষ করে জর্ডান, এটি নিয়ে কাজ করছে। আমরা তাদের সঙ্গে এ নিয়ে কাজ করছি। ইউরোপ ও নিরাপত্তা পরিষদে এতে অবদান রাখতে প্রস্তুত। ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ফ্রান্সের জন্য নিষিদ্ধ নয়।'

ম্যাক্রোঁ আরও বলেন, 'আমরা ফিলিস্তিনিদের কাছে ঋণী, যাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক দিন ধরে পদদলিত করা হয়েছে। আমরা ইসরায়েলিদের কাছে ঋণী যারা শতাব্দীর কুখ্যাত ইহুদি-বিরোধী গণহত্যার মধ্য দিয়েও বেঁচেস আছে। আমরা এমন একটি অঞ্চলের কাছে ঋণী যা এর বিশৃঙ্খলাকারীদের এবং প্রতিশোধপরায়ণদের হাত থেকে বাঁচতে চায়।'

বিশ্লেষকরা বলছেন, ইসরায়েলের ওপর চাপ বাড়ানোর লক্ষ্যে সম্ভব ম্যাক্রোঁ এমন মন্তব্য করেছেন। গাজায় ইসরায়েলের ব্যাপক আকাশ ও স্থল আক্রমণে ২৮ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। গৃহহীন হয়েছে ২৩ লাখের বেশি মানুষ।

যদিও বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশ ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে তবে বেশিরভাগ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো স্বীকৃতি দেয়নি। তারা মনে করে না যে ইসরায়েলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব ডেভিড ক্যামেরন চলতি মাসের শুরুর দিকে বলেছিলেন, ব্রিটিশ নীতির অংশ হল এমন একটি সময় আসবে যখন ব্রিটেন জাতিসংঘসহ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে চাইবে।

ম্যাক্রোঁ বলেছেন, গাজার রাফাতে ইসরায়েলি আক্রমণ কেবল অভূতপূর্ব মানবিক বিপর্যয়ই সৃষ্টি করবে। এমনকী এটি সংঘাতের টার্নিং পয়েন্টও হতে পারে।

ফ্রান্সে বিশ্ববিদ্যালয় ভবন দখল করে থাকা ২৬৭ অভিবাসী বহিষ্কার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)
ফরাসি গণমাধ্যম ফ্রান্স-থ্রি জানায়, শুক্রবার সকাল থেকে পরিচালিত উচ্ছেদ অভিযান শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। অভিবাসীদের কাগজপত্র এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিতে সময় লাগলেও শেষ পর্যন্ত সবাইকে বের করে আনা হয়।

পরবর্তীতে ভবনের ভবিষ্যতে নতুন করে প্রবেশ ঠেকাতে বেড়া দেওয়া হয়েছে। উচ্ছেদ হওয়া অভিবাসীরা ফের গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। যাদের মধ্যে অনেকেই তরুণ ও কিশোর অভিবাসী। সোমবার থেকে অনেকেরই স্কুলে যাওয়ার কথা ছিলো।

স্থানীয় অভিবাসন সংস্থা তুস অঁ ক্লাস ৩১ জানায়, "প্রায় ৫০ জন তরুণ অভিবাসী নিয়মিত স্কুলে যান। তারা গৃহহীন হয়ে পড়েছে।"

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উচ্ছেদ হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে একজন নারী এবং তার তিন বছরের কম বয়সি সন্তানকে সরকারি আবাসন ব্যবস্থায় পাঠানো হয়েছে। এছাড়া আরো তিনজন কিশোরকে নাবালক কি না মূল্যায়নের জন্য বাধ্যতামূলক কাঠামোতে পাঠানো হয়।"

স্থানীয় প্রেফেকচুর জানায়, রাষ্ট্রীয় পরিষেবা এবং ফরাসি অভিবাসন এবং ইন্টিগ্রেশন অফিস অফির এজেন্টরা প্রত্যেক অভিবাসীর প্রশাসনিক পরিস্থিতির মূল্যায়নের জন্য উচ্ছেদ অভিযান চলাকালে উপস্থিত ছিল।

প্রেফেকচুরের তথ্য অনুযারে, ভবন থেকে ১২ জন অনিয়মিত অভিবাসী ছিলেন। তাদেরকে প্রাশাসনিক আটক কেন্দ্র বা ডিটেনশন সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। ১০ জন ব্যক্তিকে আশ্রয় আবেদন করা অবস্থায় শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের সবাইকে ফরাসি দপ্তর অফির আবাসন কেন্দ্রে পাঠানো হবে।

এছাড়া অন্য দুজন ব্যক্তি আশ্রয় আবেদনের প্রয়োজনীয় মানদণ্ড পূরণ করায় তাদের সে সংক্রান্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হবে বলে নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ।

অভিবাসীদের মধ্যে থাকা দুটি পরিবার নিজ থেকে সরকারি সহায়তা প্রত্যাখ্যান করেছে বলে জানায় প্রেফেকচুর। বহিষ্কার হওয়া সংশ্লিষ্ট অভিবাসীদের বড় একটি অংশ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের নাগরিক।

গ্রিক উপকূল থেকে ৮৪ অভিবাসী উদ্ধার, মানবপাচারের অভিযোগে আটক ৪

(৩য় পৃষ্ঠার পর)
অভিবাসীরা গ্রিক কর্তৃপক্ষকে বলেছে, তারা গ্রিসে পৌঁছাতে পাচারকারীদের জনপ্রতি দুই থেকে চার হাজার মার্কিন ডলার সমমানের অর্থ প্রদান করেছে।

গ্রেফতারকৃত দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি গ্যাং গঠন, অভিবাসীদের গ্রিসে বেআইনি প্রবেশে সহায়তা করা এবং তাদের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলার অভিযোগ আনা হবে বলে জানিয়েছে এথেন্স।

দ্বিতীয় ঘটনাটি গ্রিসের রোডস দ্বীপের। শনিবারের উপকূলরক্ষীদের জানানো হয় একদল লোক রোডস দ্বীপের একটি সৈকতে অবতরণ করেছে।

পরবর্তীতে উপকূলরক্ষীরা ঘটনাস্থলে একটি টহল নৌকা এবং গ্রীক পুলিশের একটি দলকে পাঠায়। টহল বোটটিও ওই সময় দুই ব্যক্তিকে নিয়ে তুর্কি উপকূলের দিকে যাওয়া একটি স্পিডবোটকে বাঁধা দিয়ে দুই বিদেশি নাগরিককে আটক করে। ২৪ ও ৩৪ বছড় বয়সি দুই যুবক কোন প্রকার ভ্রমণের কাগজপত্র ছাড়ায় সেখানে অবস্থান করছিলেন।

এই ঘটনার একটু পরে সৈকতের দিকে আসা পুলিশের টহল দল পাঁচজন পুরুষ, চারজন নারী এবং পাঁচজন নাবালকসহ মোট ১৪জনকে খুঁজে পায় বলে জানায় কর্তৃপক্ষ। তাদের যে জায়গায় পাওয়া গেছে সেটিকে বলা হয় অ্যান্থনি কুইন সৈকত।

গ্রিক কর্তৃপক্ষের ধারণা, যে স্পিডবোটটিকে আটক করা হয়েছে তারা এই অভিবাসীদের নামিয়ে দিয়ে তুরস্কে তাদের ঘাঁটিতে ফিরছিল। ওই দুই জনকেও সন্দেহভাজন পাচারকারী হিসেবে আটক করা হয়েছে।

তবে সবগুলো ঘটনায় উদ্ধার হওয়া অভিবাসী ও পাচারকারীদের জাতীয়তা ও পরিচয় এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর অনুসারে, গত বছর ৪১ হাজার ৫৬১ জন অনিয়মিত অভিবাসী সমুদ্রপথে গ্রিসে পৌঁছেছিল। ২০২২ সালে এ সংখ্যাটি ছিল ১২ হাজাএ ৭৫৮ জন।

ওয়েব নিউজ টেলিভিশনের প্রিন্ট পত্রিকার যাত্রা শুরু

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ওয়েব নিউজ টেলিভিশনের প্রিন্ট সংখ্যার পাঠ উন্মোচন করে প্রিন্ট সংখ্যার যাত্রা শুরু করেছে।গত ১৫ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬ টায় ক্যাথসীমা বনফুল রেস্টুরেন্ট হলরুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কেক কেটে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন ওয়েব নিউজের উপদেষ্টা ও সম্পাদক এবং ফ্রান্সে বসবাসরত সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ প্রবাসী বাংলাদেশীরা।
কবি সুহেল আহমদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ওয়েব নিউজের সি.ই.ও এবং প্রিন্ট সংখ্যার সম্পাদক বদরুল বিন আফরোজ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যও রাখেন তিনি। তিনি বলেন, ওয়েব নিউজ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ এবং আপোষহীন ভূমিকা রেখে প্রবাসীদের নানান বাস্তবমুখী সমস্যাগুলো তুলে ধরে ইতিমধ্যে সংবাদ প্রকাশ করছে। এসময় ওয়েব নিউজ ন্যায়ের পক্ষে আজীবন কথা বলে যাবে বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

ফ্রান্সে বিশ্ববিদ্যালয় ভবন দখল করে থাকা ২৬৭ অভিবাসী বহিষ্কার

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের তুলুজ শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন দখল করে বসবসরত ২৬৭ জন অভিবাসীকে উচ্ছেদ করেছে ফরাসি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। অভিযোগ, এক বছরের বেশি সময় ধরে ভবন দখল করে বাস করছিলেন অভিবাসীরা।
গেল শুক্রবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হয়ে যাওয়া ভবনটি নিজেদের দখলে নিতে সক্ষম হয় ফরাসি কর্তৃপক্ষ। তুলুজ ফ্রান্সের অক্সিতানি রিজিওনের প্রধান শহর। যা দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সে অবস্থিত।
মূলত ২০২২ সালের শেষের দিকে তুলুজ শহরের পল সেবাতিয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভবন স্কয়াট বা দখলে নিয়েছিল ২৫০ জনেরও বেশি অভিবাসীর একটি দল। সরকারি আবাসনের দাবিতে ভবনটি দখলে করেন তারা।
ফরাসি পুলিশ জানায়, "শুক্রবার সকাল সাতটা থেকে পুলিশ বহিষ্কার কার্যক্রম শুরু করেছিল। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর এটা সম্ভব হয়েছে।"
তবে তুলুজের প্রশাসনিক আদালত গত বছরের ২৩ নভেম্বর ভবন থেকে অভিবাসীদের উচ্ছেদের আদেশ দিয়েছিলেন। আদালত ভবনের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তকে ন্যায্যতা দিয়েছিলেন।
অর্থাৎ দুই মাসেরও বেশি সময় পর আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হল কর্তৃপক্ষ।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চলতি মাসের ২৩ ফেব্রুয়ারি বলে, "বহিষ্কার আদেশ ঘোষণার সময় বিচারক ৪আরত৩ নামক ভবনের স্যানিটারি সুবিধার অপর্যাপ্ততা, জনশিক্ষা পরিষেবার সঠিক কার্যকারিতা, ভবনের জরাজীর্ণ অবস্থা" বিশেষ করে "বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনার সমস্যা"-এর মতো ঘটনাগুলো উল্লেখ করেন। এছাড়া ভবনটির অগ্নি প্রতিরোধ ব্যস্থাপনা না থাকার কথাও আদালত উল্লেখ করেছেন।
তবে এই আইনি সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ায় অভিবাসী এবং অভিবাসীদের সমর্থনকারীর বিস্মিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রেসিডেন্ট অন্তত চলতি বছরের শীতকাল শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত উচ্ছেদ কার্যকর না করার প্রতিশ্রুতি দেন।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ইটালির সঙ্গে অভিবাসন চুক্তি, আলবেনিয়ার সংসদের অনুমতি

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

সমুদ্রপথে ইটালিতে আসা আশ্রয়প্রার্থীদের আলবেনিয়ায় রেখে আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের লক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে হওয়া চুক্তিটি বৃহস্পতিবার অনুমোদন দিয়েছে আলবেনিয়ার সংসদ। এর আগে গত সপ্তাহে চুক্তিটির বৈধতা দিয়েছিল ইটালির সেনেট।
চুক্তি অনুযায়ী, ইটালি ইউরোপের অন্যতম গরিব ও পশ্চিম বলকান দেশ আলবেনিয়ার সীমান্তের ভেতরে অস্থায়ী অভিবাসন কেন্দ্র তৈরি করবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত কোনো দেশের পক্ষে কোন অ-ইউরোপীয় দেশের অভিবাসী গ্রহণের এটাই প্রথম উদ্যোগ। ইউরোপজুড়ে অনিয়মিত অভিবাসীদের ইউরোপে প্রবেশ বন্ধ করতে অতিডানপন্থিদের প্রচারণাও হালে বেশ পানি পাচ্ছে।
গত বছর সই হওয়া এই চুক্তিতে বলা হয়েছে, ভূমধ্যসাগরে আসা যেসব অভিবাসীদের ইটালীয়

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ইতালিতে অভিবাসীদের নিয়মিত করার দাবিতে বাংলাদেশিদের বিক্ষোভ

জহিরুল হক রাজু, ইতালি

ইতালিতে অনিয়মিত অভিবাসীদের নিয়মিত করার দাবিতে আবারও রাজপথে বাংলাদেশীসহ বিদেশীরা। জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব প্রদান, স্ট্রেট পারমিট নবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার অবসানসহ নানা দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে রাজধানীর রোমে।
রোববার (২৫ ফেব্রুয়ারি) ইতালিতে আসা অনিয়মিত অধিবাসীদেরকে অবিলম্বে নিয়মিত করার দাবি জানিয়ে বাংলাদেশীরা। ইতালীয়সহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা রাজপথে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করে।
ইতালিতে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বহুবার নিয়মিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। সাবেক প্রধানমন্ত্রী রোমানো প্রদী, সিলভিও বের্লোসকনি ক্ষমতাসীন থাকাকালেও প্রবাসীরা রাজপথে আন্দোলন করে দাবি আদায় করেছিল।
রাজধানী রোমে বাংলাদেশীদের প্রাণকেন্দ্র পিয়াচ্ছা ভিত্তোরিওতে সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ বের হয়। মিছিলটি রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পিয়াচ্ছা ভেনিসিয়া গিয়ে শেষ হয়।
সমাবেশ বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের নারী-পুরুষ এবং শিশুরাও অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন দাবিতে এই সমাবেশ থেকে মুহুর্মুহু স্লোগান দেয়া হয়।
এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন ইতালির জাতীয় সংসদের মধ্য বামপন্থী সংসদ সদস্য আবু বাকার সোমাহুরু। মানবিক কারণে প্রবাসীদের দাবি মেনে নেয়ার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন,অবৈধের বৈধতা পাবার মানবিক অধিকার রয়েছে। এছাড়া যে শিশুর জন্ম হবে ইতালিতে তাকে নাগরিকত্ব দিতে হবে। ভিসার অনুমতি পাবার পর স্ব স্ব দেশ থেকে দ্রুত ইতালিতে প্রবেশের ভিসা দেওয়া উচিত।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

গ্রিক উপকূল থেকে ৮৪ অভিবাসী উদ্ধার, মানবপাচারের অভিযোগে আটক ৪

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

গ্রিসের ক্রিতি দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে আসা ৮৪ জন অনিয়মিত অভিবাসীকে উদ্ধার করেছে দেশটির উপকূলরক্ষীরা। ওই সময়, অভিবাসীদের পাচারে জড়িত সন্দেহভাজন চার ব্যক্তিকে আটক করার তথ্য দিয়েছে এথেন্স।
রোববার (১১ ফেব্রুয়ারি) বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, শনিবার ক্রিতি দ্বীপে আসা আলাদা দুটি অভিবাসী নৌকা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে।
প্রথম ঘটনায়, ক্রিতি দ্বীপের দক্ষিণে ৪৬ নটিক্যাল মাইল (৮৫ কিলোমিটার) দূরে আসা একটি নৌকা যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ঝুঁকিতে পড়েছে বলে হেলেনিক উপকূলরক্ষীদের সতর্ক করা হয়।
এ তথ্যের ভিত্তিতে ওই অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে একটি অভিবাসী নৌকা খুঁজে পেয়েছিল গ্রিক নৌবাহিনীর একটি ফ্রিগেট। অভিযানে মোট ৭২ জনকে উদ্ধার করা হয়। তাদের মধ্যে ৫৪ জন পুরুষ এবং ১৪ জন অভিভাকহীন নাবালক। তাদের সবাইকে উদ্ধারের পর ক্রিতি দ্বীপে নিয়ে আসা হয়।
জিজ্ঞাসাবাদ শেষে উপকূলরক্ষীরা ৩০ এবং ১৮ বছর বয়সি দুজনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের বিরুদ্ধে অভিবাসীদের নিয়ে আসা নৌকাটির চালকের ভূমিকায় থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে।
নৌকাটি লিবিয়ার তব্রুক বন্দর থেকে রওনা হয়েছিল বলে নিশ্চিত করেছে উপকূলরক্ষীরা।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

সমুদ্রপথের অভিবাসীদের লিবিয়ায় ফেরানো বেআইনি
-ইটালির আদালত

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ইটালির সর্বোচ্চ আপিল আদালত রায় দিয়েছে, সমুদ্রপথে আসা অভিবাসীদের লিবিয়ায় ফেরত পাঠানো বেআইনি। একাধিক দাতব্য সংস্থা এবং মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো এ রায়কে স্বাগত জানিয়েছে। অ্যাসো-২৮ নামে একটি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ২০১৮ সালের একটা ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। রাবারের নৌকায় আসা ১০১ জন অভিবাসীকে উদ্ধার করেছিলেন তিনি। তবে তারপর

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

টিউনিশীয় উপকূলে নিহত নয় অভিবাসীর আটজনই বাংলাদেশি

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ টিউনিশিয়া উপকূল থেকে নয় জন অভিবাসীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তারা সমুদ্রপথে ইউরোপে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলেন। ত্রিপোলির বাংলাদেশ দূতাবাস মঙ্গলবার নিশ্চিত করেছে, নিহত অভিবাসীদের মধ্যে আটজন বাংলাদেশের নাগরিক। বার্তা সংস্থা এএফপি অনুসারে, ৫০ জনেরও বেশি অভিবাসী নিয়ে নৌকাটি লিবিয়া উপকূল থেকে যাত্রা করেছিল।
তাদের মধ্যে টিউনিশিয়া-লিবিয়া সীমান্তের জারজিস উপকূল থেকে নয় অভিবাসীর মৃতদেহ খুঁজে পায় টিউনিশীয় কোস্ট গার্ড।
মঙ্গলবার (২০ ফেব্রুয়ারি) লিবিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের ফেসবুক পাতায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে টিউনিশিয়া উপকূলে অভিবাসী নৌকাডুবির ঘটনায় নিহত নয় অভিবাসীর মধ্যে আট জন ব্যক্তি বাংলাদেশি।
দূতাবাস জানায়, বাংলাদেশিদের সার্বিক কল্যাণ ও মৃত্যুবরণকারীদের তথ্য নিশ্চিত করতে দূতাবাসের প্রথম সচিব (শ্রম) মোঃ রাসেল মিয়ার নেতৃত্বে একটি টীম সোমবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) টিউনিশিয়ার জারজিস শহর সফর করে নৌকাডুবির ঘটনায় জীবিত অবস্থায় উদ্ধার হওয়া বাংলাদেশিদের সাথে সাক্ষাৎ করে হতাহত অভিবাসীদের প্রাথমিক পরিচয় নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

মানবপাচার চক্র ধরতে ইউরোপে অভিযান, আটক ১৫

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ইংলিশ চ্যানেল জুড়ে সক্রিয় অভিবাসী চোরাচালান চক্র ধরতে আন্তঃদেশীয় অভিযান পরিচালনা করেছে বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও জার্মানি। অভিযানে ১৫ জনকে আটক করা হয়েছে।
ইউরোপের আন্তঃদেশীয় সংগঠন ইউরোজাস্ট ও ইউরোপোল বুধবার প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও জার্মানির আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচারিক কর্তৃপক্ষদের সমন্বয়ে বড় আকারের অভিযান চালিয়ে ইংলিশ চ্যানেল দিয়ে

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

প্রবাসে বাংলার কথা বলে
ওয়েব নিউজ

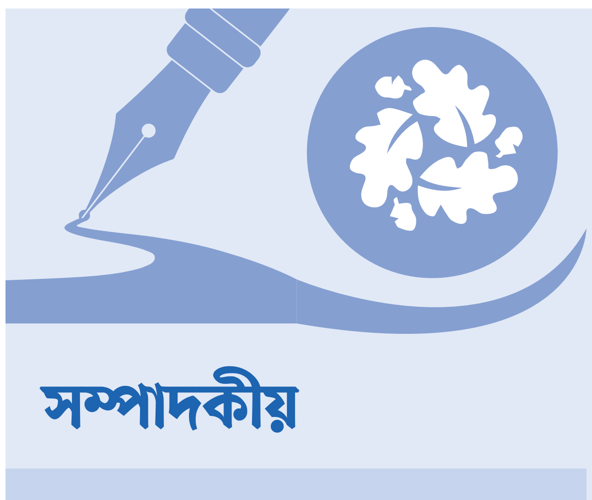

সম্পাদকীয়

রেমিট্যান্স-যোদ্ধাদের দুর্দশা লাঘব ও স্বার্থ সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দিন

যদি প্রশ্ন করা হয়-বাংলাদেশের অর্থনীতি সচল রাখতে সবচেয়ে বড়ো অবদান কাদের? এক কথায় উত্তর আসবে রেমিট্যান্স যোদ্ধারা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রবাসীদের রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে তুলছে। অথচ সেই চরম দুর্ভাগা প্রবাসীদের বিদেশ যাওয়া এবং ফেরত আসার সময় কতিপয় কর্মকর্তার হাতে নানাভাবে হয়রানির শিকার হতে হয়। বিমানবন্দরে যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই, তা এককথায় খুবই তিক্ত, অসম্মানজনক সর্বোপরি অমানবিক। বিদেশে থাকা শ্রমিকরা প্রতিবছর প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার পাঠায়।

বাংলাদেশের উন্নতি ও অগ্রগতির প্রধান সোপান রেমিট্যান্স। দেশের বাইরে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে লাল-সবুজের পতাকা সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জোগান দিয়ে আসছেন প্রবাসী শ্রমিকেরা। প্রবাসীদের কষ্টার্জিত রেমিট্যান্সে গড়ে ওঠা স্তম্ভে মজবুত হয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত। দেশের বর্তমান জিডিপিতে প্রায় ১২ শতাংশ অবদান রেখে চলা রেমিট্যান্স হয়ে উঠেছে দেশের উন্নয়ন ও মুদ্রার রিজার্ভ স্ফীতির উল্লেখযোগ্য অংশীদার।

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ রেমিট্যান্স—যোদ্ধারা। দেশের অর্থনীতিকে সজীব ও জাগ্রত রাখতে এবং প্রবাসীদের অবদানের কথা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করে সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই নতুন কর্মী নিয়োগে যেসব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে, তা রোধে দ্রুত কার্যকারী পদক্ষেপ নিতে হবে। এটিকে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। তা ছাড়া বিভিন্ন দেশ থেকে জোরপূর্বক শ্রমিক ফেরত পাঠানো আটকাতে এবং ফেরত আসা শ্রমিকদের পুনরায় অভিবাসনের জন্য সরকারকে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা ছাড়া বিকল্প পথ এখন খোলা নেই। প্রয়োজনে নতুন শ্রমবাজার খোঁজার পাশাপাশি গন্তব্য দেশগুলোর সঙ্গে দর—কষাকষি করে প্রবাসীদের শ্রমবাজার নিশ্চিত করতে হবে। ইতিমধ্যে দেশে ফিরে আসা প্রবাসীদের অনেকে দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে গেছেন। যেসব পরিবার প্রবাসীদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে দিনানিপাত করত, সেসব পরিবারের অধিকাংশই আজ মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

এদিকে সামনে শীতে করোনার সেকেন্ড ওয়েবের কারণে মহামারি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে। তখন বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক কর্মী ছাঁটাই হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে নতুন করে দেশে ফেরা এবং দেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের সব মিলিয়ে সংকট আরও ঘনীভূত হতে পারে।

বিদেশে জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সিজনিত নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে এবং এখানে সুশাসনের শর্ত নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, করোনার পর বৈদেশিক শ্রমবাজারে দক্ষতাসম্পন্ন জনশক্তি ব্যতীত মূল্যায়ন হবে না। তাই দেশে ফিরে আসা শ্রমিকদের পুনরায় কর্মস্থলে প্রেরণ ও নতুন জনশক্তি রপ্তানির লক্ষ্যে বৈদশিক শ্রমবাজারের পরিবর্তিত চাহিদানুযায়ী কর্মদক্ষতাসম্পন্নরূপে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণের জন্য কারিগরি সহায়তা সরবরাহে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তরিক উদ্যোগ জরুরি।

মনে রাখতে হবে-বিমানবন্দরের শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা, নিরাপত্তা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করা ছাড়া রেমিটেন্স, বিনিয়োগ, পর্যটন ও দেশের ভাবমর্যাদা বৃদ্ধির কোনো উদ্যোগই সফল হবে না।

রেমিট্যান্স—যোদ্ধারা আমাদের দেশের মহামূল্যবান সম্পদ। দেশের উন্নয়নে রেমিট্যান্স বৃদ্ধির প্রয়োজন, নতুবা দেশের উন্নয়ন বিরাটকায় বাধাগ্রস্ত হবে। সুতরাং রেমিট্যান্স—যোদ্ধাদের দুর্দশা লাঘব ও স্বার্থ সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন বলে সরকারের প্রতি আমাদের প্রত্যাশা।

রমজান : সিয়াম ও তাকওয়ার মাস

মাওলানা শিব্বীর আহমদ
আলেম, প্রাবন্ধিক

শরীয়তের বিধিবিধান আদেশনিষেধ মেনে চলার নামই তাকওয়া। আল্লাহ তাআলা যা করতে আদেশ করেছেন, তা যথাসম্ভব পালন করতে হবে। যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে সর্বাত্মকভাবে বেঁচে থাকতে হবে। এটা হচ্ছে তাকওয়ার সাধারণ স্তর। তাকওয়ার আরেকটি স্তর হচ্ছে- গোনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় কিছু মুবাহ ও বৈধ কাজ থেকেও বিরত থাকা। এটা তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। তাকওয়ার এ সাধারণ কিংবা বিশেষ স্তরে উপনীত হওয়ার জন্য খ্যাতিমান আলেম-বুযুর্গ হওয়া জরুরি নয়।

সিয়ামের মাস রমজান প্রতি বছরই ফিরে আসে আমাদের মাঝে। ফিরে আসে আমাদের মুক্তির বার্তা নিয়ে, গোনাহ মাফের সুসংবাদ নিয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

যে রমজান মাসের সিয়াম পালন করে, ঈমানের সঙ্গে ও সওয়াবের আশায়, তার আগের সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৮

আরেকটি হাদীস-

যে রমজান মাসে (রাতের বেলা নফল) নামাযে দাঁড়িয়ে থাকে, ঈমানের সঙ্গে ও সওয়াবের আশায়, তার আগের সকল গোনাফ মাফ করে দেয়া হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৭

রমজান মাস সিয়ামের মাস, কিয়াম অর্থাৎ নফল নামাযের মাস। আমরা এ মাসের দিনের বেলায় সিয়াম পালন করি, আর রাতে আদায় করি তারাবীর নামাজ। আওয়াবীন আর তাহাজ্জুদেও নিয়মিত হন অনেকেই। এ প্রতিটি আমলের সঙ্গেই জুড়ে দেয়া হয়েছে মাগফিরাতের ওয়াদা, গোনাহ থেকে মুক্তির ওয়াদা। পরকালে বিশ্বাসী একজন ঈমানদারের জন্যে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে!

রমজান মাসের পুরোটাই আমাদের জন্য সিয়াম পালন ফরয করা হয়েছে। ধনী-গরীব, কালো-সাদা আর আরব-আজমের কোনো ফারাক নেই এখানে। তবে যারা সাময়িক কোনো সংকটে পতিত, যেমন কেউ অসুস্থ কিংবা মুসাফির, তাদেরকে সুযোগ দেয়া হয়েছে পরবর্তীতে সমসংখ্যক রোযা রাখার। আর যাদের সংকট স্থায়ী, সুস্থ-সবল হওয়ার সম্ভাবনা যাদের নেই বললেই চলে, তারা রোযার পরিবর্তে ফিদইয়া আদায় করবেন। এগুলো তো সংকটের কথা। যাদের কোনো সংকট নেই, তাদের সকলের ওপরই আরোপিত হবে সিয়ামের আবশ্যকতা। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে কেউ থাকুক, রমজান মাস এলেই সিয়াম ফরয হয়ে যাবে সকলের ওপর।

সিয়াম ফরয করা হল কেন? মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন এ প্রশ্নের উত্তর। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা মোতাবেক, আমরা যেন তাকওয়া হাসিল করতে পারি, সেজন্যই ফরয করা হয়েছে এ সিয়াম। আল্লাহ তাআলার বাণী-

হে মুমিনেরা! তোমাদের ওপর সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার। -সূরা বাকারা (২) : ১৮৩

তাকওয়া যার মধ্যে থাকে, সে-ই মুত্তাকী। আমরা সাধারণভাবে মুত্তাকী বলতে বড় আলেম বুযুর্গ পীর-মুরশিদদের বুঝে থাকি। কিন্তু এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সকলকে উদ্দেশ্য করেই বলছেন- তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, তাকওয়া হাসিল করে মুত্তাকী হওয়া সকল মুমিনেরই কর্তব্য। শরীয়তের বিধিবিধান আদেশনিষেধ মেনে চলার নামই তাকওয়া। আল্লাহ তাআলা যা করতে আদেশ করেছেন, তা যথাসম্ভব পালন করতে হবে। যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে সর্বাত্মকভাবে বেঁচে থাকতে হবে। এটা হচ্ছে তাকওয়ার সাধারণ স্তর। তাকওয়ার আরেকটি স্তর হচ্ছে- গোনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় কিছু মুবাহ ও বৈধ কাজ থেকেও বিরত থাকা। এটা তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। তাকওয়ার এ সাধারণ কিংবা বিশেষ স্তরে উপনীত হওয়ার জন্য খ্যাতিমান আলেম-বুযুর্গ হওয়া জরুরি নয়। এ দুয়ার বরং সর্বশ্রেণির মুসলমানের জন্যই উন্মুক্ত। সমাজে এমন কিছু মানুষও থাকে, যারা খোলা চোখে খুবই সাধারণ শ্রেণির মানুষ। তাদের না থাকে অর্থবিত্ত, না থাকে বংশীয় প্রভাবপ্রতিপত্তি, হয়তো তেমন কোনো শিক্ষাদীক্ষাও নেই। দিনে এনে দিনে খায় অবস্থা। কিন্তু শরীয়তের বিধান পালনে তারা বদ্ধপরিকর। দিনভর কষ্ট করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হালাল পন্থায় যতটুকু উপার্জন করতে পারে, ততটুকুতেই তারা তুষ্ট থাকে। কারও হক নষ্ট করে না। আল্লাহ তাআলার বিধান পালনে কোনোরূপ শিথিলতা করে না। এমন মানুষ সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

চুল এলোমেলো, মানুষের দরজায় অবাঞ্ছিত- এমন কত মানুষ আছে, যারা আল্লাহর নামে কোনো কসম করলে আল্লাহ তা অবশ্যই পূর্ণ করে দেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬২২

সমাজের চোখে তারা হয়তো নিতান্তই তুচ্ছ, কিন্তু তাকওয়ার গুণ হাসিল করে তারা আল্লাহ তাআলার কাছে অত্যন্ত সম্মানিত। এজন্যই তারা যখন আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো দুআ করেন কিংবা আল্লাহর নামে কসম করে কিছু বলে ফেলেন, আল্লাহ তাআলা তাদের কথার মান রক্ষা করেন। যে বিষয়ে তারা কসম করেছেন, তা বাস্তবায়িত করে দেন। দুনিয়াতেই যার কথার মান আল্লাহ তাআলা রক্ষা করছেন; তার কসম যেন ভঙ্গ না হয় সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। ভাবা যায়, পরকালে আল্লাহ তাআলা তাকে কতটা মর্যাদায় আসীন করবেন!

এ তাকওয়া হাসিলের অন্যতম মাধ্যম রমযানের সিয়ামসাধনা। সরাসরি কুরআনের ঘোষণা। তাফসীরকারকগণ বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছেন- কীভাবে রমযানের সিয়ামসাধনার মধ্য দিয়ে আমরা তাকওয়া হাসিল করতে পারি। যেমন, সিয়াম আমাদের মনে সর্বদা আল্লাহর ভয় জাগ্রত রাখে। হাতের কাছে খাবার থাকার পরও ক্ষুধার্ত কোনো রোজাদার খাবারের দিকে হাত বাড়ায় না। সে যদি একান্তই গোপন কোনো স্থানে অবস্থান করে, যেখানে কোনো মানুষ তাকে দেখবে না, তবুও সিয়ামের কথা মনে থাকাবস্থায় সে কিছুই খায় না। এর একমাত্র কারণ- তার মন-মস্তিষ্কে এ চিন্তা বদ্ধমূল হয়ে আছে, আল্লাহ তাআলা সবকিছু দেখেন। তাঁর দৃষ্টির আড়ালে যেতে পারে না কেউ। এভাবে কেউ যখন সিয়ামের দিনগুলো কাটাতে থাকে, তখন তার একটি প্রশিক্ষণ হতে থাকে- কী করে আল্লাহ তাআলাকে না দেখেও ভয় করতে হয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেখেন, সর্বাবস্থায় দেখেন, তাঁর দৃষ্টি থেকে আমরা কখনোই লুকাতে পারি না- এ বিশ্বাস যার মনমস্তিষ্কে যতটা জাগরুক থাকে, গোনাহের কাজ থেকে তিনি ততটাই বেঁচে থাকতে পারেন। তাই আল্লাহ তাআলা দেখছেন- এ বিশ্বাসে কেউ যখন গোপনে পানাহার থেকে বিরত থাকছে, পরবর্তীতে যখন তার সামনে আরেকটি গোনাহের কাজ আসে, তখনো সে বিশ্বাসই তাকে এ গোনাহ থেকেও বাধা দিয়ে রাখে। আর রমজান মাসজুড়ে কেউ যখন এভাবে সবরকমের গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে, পরবর্তী সময়গুলোতেও তার জন্য তাকওয়ার এ পথ ধরে চলা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়।

আইনের কথা হল, কেউ যদি সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সিয়ামের নিয়তে পানাহার ও স্ত্রীমিলন থেকে বিরত থাকে, এতটুকুতেই তার সিয়াম আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়েছেন কঠোর এক সতর্কবাণী-

(সিয়ামরত অবস্থায়) যে মিথ্যা কথা আর অন্যায় কাজ ছাড়তে পারল না, তার পানাহার বর্জনের কোনো প্রয়োজন আল্লাহর নেই। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৩

অর্থাৎ সিয়ামের হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করতে হলে অন্যায় কাজ ছাড়তে হবে, অন্যায় কথা ছাড়তে হবে, পাপে জড়ানো যাবে না। তবেই হবে যথার্থ সিয়ামসাধনা। অন্যথায় এ সিয়াম পালনে ফরয দায়িত্বটুকু হয়তো পালিত হবে, কিন্তু এতে সিয়ামের প্রাণ বলে কিছু থাকবে না।

না দেখেও আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার এ প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে আমরা যে কেবলই হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারব, তা নয়; বরং এ প্রশিক্ষণ আমাদের যতটা পাকাপোক্ত হবে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ইবাদতগুলোও ততটা প্রাণবন্ত হবে। 'হাদীসে জিবরীল' নামে প্রসিদ্ধ হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইহসান'-এর পরিচয় তুলে ধরেছেন এভাবে-

'ইহসান' হচ্ছে তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর তুমি যদি তাঁকে নাও দেখ, তিনি তো তোমাকে দেখছেনই। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৭৭৭

রমজান মাসের এ সিয়ামসাধনা আমাদেরকে এ 'ইহসান'এর দিকেই এগিয়ে দেয়। সন্দেহ নেই, এর মধ্য দিয়ে আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধি পাবে। আমরা উন্নীত হতে পারব তাকওয়ার এক স্তর থেকে আরও উচ্চতর স্তরে।

এর পাশাপাশি সিয়াম আমাদেরকে মানবীয় চাহিদাসমূহ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়। হাতের কাছে খাবার পেয়েও কীভাবে না খেয়ে থাকা যায়, যৌনচাহিদা পূর্ণ করার মতো বৈধ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে তা থেকে বিরত থাকা যায়, প্রচণ্ড গরমে তৃষ্ণার্ত হয়েও কী করে পানি খাওয়া থেকে দূরে থাকা যায়- এগুলো সিয়ামের প্রত্যক্ষ শিক্ষা। এসবই আমাদের মানবীয় চাহিদা। আল্লাহ তাআলার হুকুমের সামনে মনের চাহিদাকে যখন কেউ বুঝেশুনে দমিয়ে রাখবে, শত কষ্ট সয়েও আল্লাহর বিধানকেই সমুন্নত রাখবে, এটা পরবর্তীতে তাকে সবরকম হারাম থেকে বিরত রাখতে সহায়ক হবে। খাবার যেমন একটি মানবীয় চাহিদা, সম্পদের প্রতিও রয়েছে আমাদের মানবীয় আকর্ষণ। এ আকর্ষণ সৃষ্টিগত। সম্পদ উপার্জনের জন্যে নানা সময় নানা পথ খুলে যায় আমাদের সামনে। কোনোটা হালাল, কোনোটা হারাম। সিয়ামসাধনার মাধ্যমে মুমিন বান্দা যখন মানবীয় চাহিদাকে বিসর্জন দিয়ে খাবার থেকে দূরে থাকে, অবচেতনভাবেই তখন তার মনে হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকার একটি যোগ্যতাও সৃষ্টি হতে থাকে। হারাম বিনোদন থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার শক্তি তার মনে সৃষ্টি হতে থাকে। সবরকম অবৈধ চাহিদাকে পদদলিত করার সাহস তার অর্জিত হয়। আর এভাবেই বছরজুড়ে সে বেঁচে থাকতে পারে হাজার রকমের অন্যায় ও পাপ থেকে।

সিয়ামসাধনার আরেক শিক্ষা- নেককাজে হিম্মত করে এগিয়ে যাওয়া। সিয়ামরত অবস্থায় আমরা যে দীর্ঘ সময় পানাহার থেকে দূরে থাকি, স্বাভাবিক অবস্থায় এর অর্ধেক সময় অনাহারে কাটালেও আমরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ি। অথচ সিয়াম পালনকালে কখনো কখনো একটু-আধটু ক্ষুধা হয়তো আমরা অনুভব করি। কিন্তু ক্ষুধার তীব্রতায় ছটফট করার মতো পরিস্থিতি কখনোই দেখা যায় না। সিয়াম ব্যতীত আমরা কি কখনো কল্পনা করতে পারি- সারাদিন না খেয়ে কাটিয়ে দেব? পানাহারের পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অনাহারে কাটাব? পারি না। দুই বেলা খাবারের মধ্যকার বিরতি একটু দীর্ঘায়িত হলেই আমরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ি। অথচ সিয়ামের নিয়তে অনায়াসেই কাটিয়ে দিচ্ছি সারাদিন। এ থেকে আমরা এ শিক্ষাও পাই- আল্লাহর বিধান পালনে আমরা যখন হিম্মত করে এগিয়ে যাব, সাধ্যের সবটুকু আমরা বিলিয়ে দেব, আল্লাহ তাআলার সাহায্য তখন আমাদের সঙ্গে থাকবে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ সাহায্য কেবলই সিয়ামসাধনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, দ্বীন ও শরীয়তের প্রতিটি বিধানেই তা পাওয়া যাবে। সে সাহায্য কীভাবে আসবে, কিছুটা হয়তো আমরা অনুমান করতে পারব, কিন্তু এর বড় অংশই আমাদের কল্পনা ও বিবেচনার বাইরেই থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর (অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন মেনে চল), তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা (দ্বীনের ওপর) অবিচল রাখবেন। -সূরা মুহাম্মাদ (৪৭) : ৭

সিয়ামের মাস রমযানে আমরা যদি এ শিক্ষাগুলো হাসিল করতে পারি, তাকওয়াকে যদি আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধারণ করতে পারি, তবে সন্দেহ নেই, এতে আলোকিত হবে আমাদের দুনিয়ার জীবন, সমৃদ্ধ হবে আমাদের পরকাল। আল্লাহ তাআলার ঘোষণা-

যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে চলবে, তিনি তার জন্যে (সংকট থেকে) বের হওয়ার পথ করে দেবেন এবং তাকে এমনভাবে রিযিক দেবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। -সূরা তালাক (৬৫) : ২-৩

যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, তিনি তার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তার পুরস্কার অনেক বাড়িয়ে দেবেন। -সূরা তালাক (৬৫) : ৫

এর পরে একজন মুমিনের আর কী চাই!

বিএনপি যাদের কথা শুনে বোকা বনলো

ফারুক ওয়াসিফ
সম্পাদক ও লেখক

আন্দোলনের সময়ও বিএনপির থেকে একটা বুকে ধক করে লাগা স্লোগান শুনিনি, একটা স্মরণীয় বক্তৃতা পাইনি, ভবিষ্যতের রূপরেখা আসেনি। এসেছে অনুকরণ, এসেছে ভিত্তিহীন হুঙ্কার। এসেছে কেবল ফরিয়াদ। ফরিয়াদিকে মানুষ সহানুভূতি জানায়। শুধু সহানুভূতির পানিতে ক্ষমতার চিড়া ভেজে না। দরকার ছিল সাহসী ও কৌশলী কায়দায় মানুষের মনে ভরসা জাগানো, তাদের শ্রদ্ধা আদায় করে নেওয়া। নেতৃত্ব হলো মানুষের হৃদয়ে আসন পাতার ব্যাপার। বিএনপির এসব না-পারার গোড়ায় হাত দিলে পাওয়া যাবে আসল ব্যর্থতা।

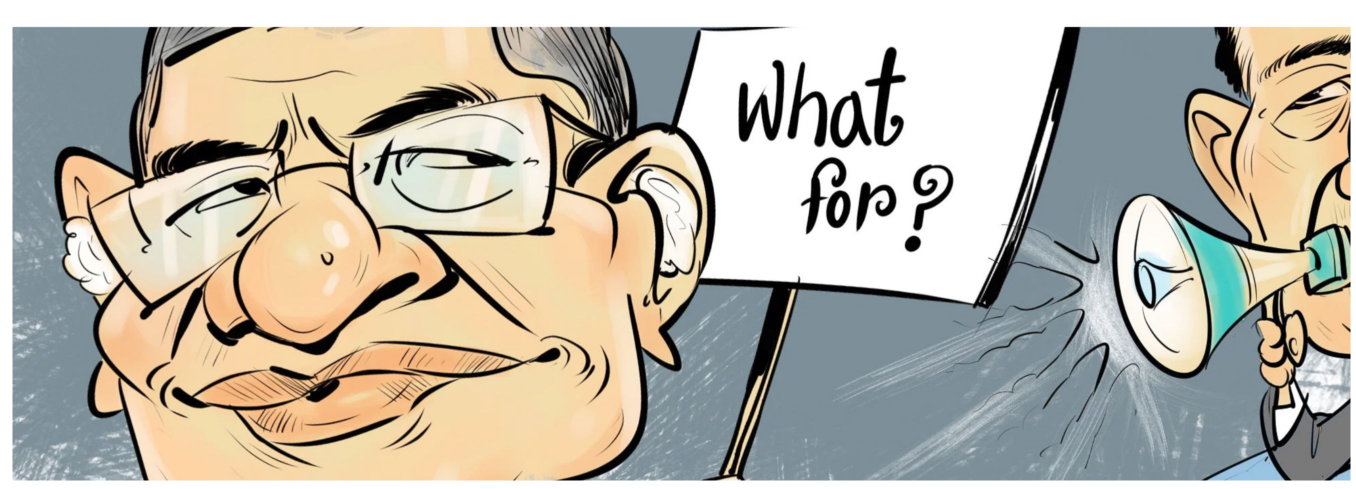

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীকুলের অন্যতম শিরোমণি ছিলেন সাহিত্যিক ও চিন্তক আহমদ ছফা। তাঁর কিছু কথা ভক্তদের কাছে প্রবাদের বিশ্বাস পায়। যেমন তিনি লিখেছিলেন, 'বুদ্ধিজীবীরা যা বলতেন, শুনলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। এখন যা বলছেন, শুনলে বাংলাদেশের সমাজ-কাঠামোর আমূল পরিবর্তন হবে না' (ছফা/বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস)। কথাটায় চমক থাকলেও ঐতিহাসিক সাক্ষ্য নাই। ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত যে দেয়াল ভাঙার সংগ্রাম, সেখানে বুদ্ধিজীবীদের অবদান কম ছিল না। আবার বুদ্ধিজীবীর মগজ থেকে কুবুদ্ধিও কম আসেনি। ছফা সম্ভবত কথাটা বলেছিলেন, উনিশ শতকের কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের রেকর্ড মাথায় রেখে। দেশের স্বাধীনতার চাইতে পশ্চিমা ভাবের জোগালি খাটায় তাদের অনেকের আরাম বোধ হতো। কিন্তু ষাটের বাংলাদেশের বেলায় ওই তত্ত্ব খাটে না।

আহমদ ছফার আরেকটি কথা ঢাকার দরবারি বুদ্ধিজীবীদের মহলে খুব চালু। ছফার বরাতে কথাটা এ রকম: 'আওয়ামী লীগ যখন জয়লাভ করে তখন একা জয়লাভ করে, আওয়ামী লীগ যখন পরাজিত হয় তখন সমগ্র জাতি পরাজিত হয়।' বাক্যটার প্রথম অংশটা বাংলাদেশের যে কোনো রাজনৈতিক দলের জন্য লাগসই। কিন্তু কোনো একটি দলকে কি সমগ্র জাতির সঙ্গে একাকার করে ভাবা যায়? দল ভুল করতে পারে না? দলের নেতৃত্ব কি ইতিহাসের কোনো বাঁকে ভুল পথ বেছে নিয়ে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি করে ফেলতে পারে না? যিনি বলবেন আমার দল সর্বদাই নির্ভুল— তিনি ওই দলের ওপর দেবত্ব আরোপ করলেন। তিনি দোষগুণে মেশানো মানুষী দুনিয়ার নেতৃত্বকে অলৌকিক গুণধারী বলে ভেবে নিলেন। এটা ভক্তিবাদ, যুক্তিবাদ নয়।

এটা ঠিক, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কিংবা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যে দলের নেতৃত্বে দেশ এক হয়েছিল, সেই আওয়ামী লীগ পরাজিত হলে তখন দেশ পরাজিত হতো। কারণ সে সময়ে দল হিসেবে আওয়ামী লীগ এবং নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু জনগণের বড় অংশেরই নয়, দু-একটি বাদে দেশের প্রায় সব ঘরানার আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন। এমনকি ১৯৭১-এর আগে নেজামে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামের সমর্থনও আওয়ামী লীগ পেয়েছিল। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ হয়ে উঠেছিল একটা ঐতিহাসিক সংগ্রামী জোটের নাম। ইতালীয় মার্কসবাদী নেতা ও তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামসির ভাষায়, এই ঐতিহাসিক সংগ্রামী জোটকে বলা হয় 'হিস্টরিকাল ব্লক'। বলা হয়, মার্কসবাদীরা শুধু সর্বহারার শ্রেণিসংগ্রামের কথা বলেন। আসলে তা নয়, রাশিয়ায় বলি বা চীনে বলি যেখানেই বিপ্লবীরা বিজয়ী হয়েছে, দেখা যাবে, সেখানে তারা বিভিন্ন মিত্র শ্রেণি, গোষ্ঠী, বর্গ, ব্যক্তি ও ভাবাধারাকে একই দিশারি সুতায় বেঁধে ফেলতে পেরেছে। অর্থাৎ একটা হিস্টরিক ব্লক বা ঐতিহাসিক জোট গঠিত হয়েছে। নিজেদের মতপার্থক্য সত্ত্বেও সেই জোট অভিন্ন শত্রুর মোকাবিলা করেছে।

আন্দোলনের সময়ও বিএনপির থেকে একটা বুকে ধক করে লাগা স্লোগান শুনিনি, একটা স্মরণীয় বক্তৃতা পাইনি, ভবিষ্যতের রূপরেখা আসেনি। এসেছে অনুকরণ, এসেছে ভিত্তিহীন হুঙ্কার। এসেছে কেবল ফরিয়াদ। ফরিয়াদিকে মানুষ সহানুভূতি জানায়। শুধু সহানুভূতির পানিতে ক্ষমতার চিড়া ভেজে না। দরকার ছিল সাহসী ও কৌশলী কায়দায় মানুষের মনে ভরসা জাগানো, তাদের শ্রদ্ধা আদায় করে নেওয়া। নেতৃত্ব হলো মানুষের হৃদয়ে আসন পাতার ব্যাপার। বিএনপির এসব না-পারার গোড়ায় হাত দিলে পাওয়া যাবে আসল ব্যর্থতা।

১৫ বছরের গণতন্ত্রের সংগ্রামে বিএনপি কি এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে পেরেছে, যেখানে অভিন্ন লক্ষ্যে থাকা দল-গোষ্ঠী-শ্রেণি ও ব্যক্তিদের নিয়ে ঐতিহাসিক জোট গঠিত হয়েছে? ঐতিহাসিক জোট বলি, ইউনাইটেড ফ্রন্ট বা যুক্তফ্রন্ট বা সর্বদলীয় ঐক্য যা-ই বলি, এই জরুরি আয়োজন ছাড়া রাষ্ট্রশক্তিকে দলীয় শক্তিতে পরিণত করা দলকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায় না।

বামদের একটা অংশ বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে ছিল, এক প্ল্যাটফর্মে ছিল না। বামেরা ছিল বলে ডানেরা আসেনি। বরং তারা ছিল বিএনপির উল্টা শিবিরে। জামায়াতে ইসলামী হয়ে পড়েছিল 'মেঘে ঢাকা তারা'। ঢাকার বনেদি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, সুশীলদের বড় অংশ এবং ভয়ে ও লোভে পড়ারা দর্শকের আসনে বসে ভেবেছে, 'দেখি না কী হয়!' বামেরা কি বিএনপির সঙ্গে ছিল বিএনপিকে জামায়াতের সঙ্গে জোট গড়া ঠেকাতে? নতুন হিস্টরিক জোটকে সম্প্রসারিত করার বিপক্ষে?

তাই ২০২৪ বিএনপির জন্য পরাজয়ের আরেকটি সীমানাই দেখিয়ে দিল। তাই কেউ বলতে পারছে না, বিএনপির পরাজয় মানে বাংলাদেশেরই পরাজয়, গণতন্ত্রেরই পরাজয়। কিন্তু ১৯৮৬ সালে এরশাদের পাতানো নির্বাচনে যখন আওয়ামী লীগও যোগ দিয়েছিল, তখন বিএনপি নির্বাচনে না গিয়েও পরাজিত হয়নি; বা যদি সেটাকে পরাজয় বলি, তাহলে সেই পরাজয়ের মধ্যে বাংলাদেশের পরাজয়ও মিশে ছিল। এর সুফল বিএনপি পেয়েছিল ১৯৯১ সালের নির্বাচনে।

একতরফা নির্বাচনের আয়োজন ভেস্তে দিতে পারেনি বিএনপি। এটা বিএনপির পরাজয়। এটা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতিরও পরাজয়। ডান-বাম নির্বিশেষে সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে আনতে না পারাই ছিল বিএনপির পরাজয়ের সূত্র। কিন্তু দিনের শেষে দেখা গেল, বিএনপির শীর্ষনেতারাসহ ডিসেম্বর-জানুয়ারিতেই দলটির ১০ হাজার নেতাকর্মী জেলে গেলেন, বাকিরা ছাড়া রইলেন। ৭ জানুয়ারির প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের পরে বিএনপির কর্মীরা যতটা ধাক্কা খেয়েছেন, অন্যদের অতটা পর্যুদস্ত দেখা যায়নি। তার মানে বিএনপি তার পরাজয়কে জাতীয় পরাজয় হিসেবে তুলে ধরতে পারছে না।

বিএনপি শহুরে মধ্যবিত্তের দল ছিল। এখন তার ভিত্তি মূলত গ্রাম-মফস্বলে আর শহুরে নিম্নবিত্তের মধ্যে। শুধু সাবেকি মধ্যবিত্ত দিয়ে হবে না। উঠতি মধ্যবিত্ত নামে একটা শ্রেণি আছে, তারা ছাড়া কোনো আন্দোলন জয়ী হয় না। ত্রিশের দশকে কলকাতায় যে শ্রেণিটি জমিদারি শোষণে এবং চাকরি-বঞ্চনার কারণে বনেদি মধ্যবিত্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, তারা ছিল উঠতি মধ্যবিত্তের। তার ফল দেশভাগ। পঞ্চাশ-ষাট দশকের জাতীয়তাবাদীরা হলো তখনকার উঠতি মধ্যবিত্ত— গ্রামীণ সমাজের শহুরে শাখা। তাদের আন্দোলনের ফল হলো স্বাধীনতা।

আজকের বাংলাদেশে কয়েক কোটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার (উঠতি মধ্যবিত্ত) রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কোণঠাসা। বিএনপি কি এদের জাগাতে পেরেছে? বিএনপি কি বনেদি বুদ্ধিজীবীদের সুবিধাবাদিতার বাইরে নিজস্ব বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট খুলতে পেরেছে?

তৃতীয়ত, দক্ষিণ এশিয়ার দুই পরাশক্তির কাউকে না কাউকে বিএনপির পক্ষে হেলাতে হতো। বরং দেখা গেল, বিএনপি ভারত-চীন-রাশিয়া কারও সঙ্গেই যোগাযোগ তৈরি করতে পারল না। যুক্তরাষ্ট্র কতদূর যাবে, আর চ্যালেঞ্জের গভীরতাটাই বা কত বেশি, সে হিসাবে গরমিল ছিল। যেসব ইউটিউবার অ্যাকটিভিস্ট এবং দেশি-বিদেশি সাংবাদিক বিএনপির মন জোগানো কথা বলে গেছেন, 'সরকার এই পড়ল বলে', 'আমেরিকার সাঁড়াশি আক্রমণে সরকার দিশেহারা' জাতীয় আশা ছড়িয়ে যারা বিএনপিকে বোকা বানিয়েছে, তারা কি আসলে বিএনপির বন্ধু ছিল? নাকি এসব মিথ্যা আশ্বাসে বিএনপি তার আন্দোলনের পেশি ঢিলা করে দিয়েছিল? এসব প্রচারণা কেবল ধোঁয়াশাই তৈরি করতে পেরেছে, অথচ দরকার ছিল পরিস্থিতিকে পরিষ্কার মাথায় পরিমাপ করা।

এটা ঠিক বিএনপির নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবির পক্ষে এবার যতটা জনসম্মতি ছিল, সেটা সরকারের পক্ষে ছিল না। থাকলে তত্ত্বাবধায়ক বা অন্য কোনো ব্যবস্থায় নির্বাচন আয়োজন করতে তারা ভয় পেতেন না। অর্থাৎ হেজিমনি ছিল বিএনপির কিন্তু রাজনৈতিক ডমিন্যান্স বা দাপট ছিল সরকারের। এই অবস্থা পাকিস্তান বা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের কথা মনে করিয়ে দেয়— যখন জনপ্রিয়তা আর ক্ষমতা ছিল একেবারে দুই মেরুতে। বিএনপি জনসম্মতিকে হেজেমনিক জায়গায়, প্রাধান্যের জায়গায় নিতে পারেনি। তার জন্য দরকার বড় প্ল্যাটফর্ম, সংগঠন এবং উচ্চ থেকে নিচ পর্যন্ত ছড়ানো বিশ্বস্ত নেতৃত্ব। সম্ভবত সংগঠন ও নেতৃত্বের ভেতরের ভেজালই বিএনপির কাল হয়েছে, একিলিস হিল বা নাজুক গোড়ালি হয়েছে। গণতন্ত্রের আন্দোলনে কোনো দিন সফল হতে হলে বিএনপিকে শুধু আন্দোলন পুনর্গঠনের কথা বললেই হবে না, দলকেই পুনর্গঠন করতে হবে। মার্কসের একটা কথা আছে, যারা শিক্ষা দেবেন তাদের নিজেদেরই আগে শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে।

www.webnews24.fr

Horaires des Prieres de Paris - 2024 G - 1445 H

Jours	Mars Avril	Ramadan	Imsak	Fajr	Chorouk	Dohr	Asr	Magreb	Ichha
Dimanche	10	01	5:56	6:01	7:14	13:02	16:09	18:51	20:02
Lundi	11	02	5:54	5:59	7:12	13:02	16:10	18:53	20:03
Mardi	12	03	5:52	5:57	7:10	13:02	16:11	18:54	20:05
Mercredi	13	04	5:50	5:55	7:08	13:01	16:12	18:56	20:06
Jeudi	14	05	5:48	5:53	7:06	13:01	16:13	18:57	20:08
Vendredi	15	06	5:45	5:50	7:04	13:01	16:14	18:59	20:10
Samedi	16	07	5:43	5:48	7:02	13:00	16:15	19:00	20:11
Dimanche	17	08	5:41	5:46	6:59	13:00	16:16	19:02	20:13
Lundi	18	09	5:39	5:44	6:57	13:00	16:16	19:03	20:14
Mardi	19	10	5:37	5:42	6:55	13:00	16:17	19:05	20:16
Mercredi	20	11	5:35	5:40	6:53	12:59	16:18	19:06	20:18
Jeudi	21	12	5:32	5:37	6:51	12:59	16:19	19:08	20:19
Vendredi	22	13	5:30	5:35	6:49	12:59	16:20	19:09	20:21
Samedi	23	14	5:28	5:33	6:47	12:58	16:21	19:10	20:23
Dimanche	24	15	5:26	5:31	6:45	12:58	16:22	19:12	20:24
Lundi	25	16	5:23	5:28	6:43	12:58	16:23	19:14	20:26
Mardi	26	16	5:21	5:26	6:40	12:57	16:24	19:15	20:28
Mercredi	27	18	5:19	5:24	6:38	12:57	16:25	19:17	20:29
Jeudi	28	19	5:17	5:22	6:36	12:57	16:25	19:18	20:31
Vendredi	29	20	5:14	5:19	6:34	12:57	16:26	19:20	20:33
Samedi	30	21	5:12	5:17	6:32	12:56	16:27	19:21	20:34
Dimanche	31	22	6:10	6:15	7:30	13:56	16:27	20:23	21:36
Lundi	01	23	6:08	6:13	7:28	13:56	16:28	20:24	21:38
Mardi	02	24	6:05	6:10	7:26	13:55	16:29	20:26	21:39
Mercredi	03	25	6:03	6:08	7:24	13:55	16:30	20:27	21:41
Jeudi	04	26	6:01	6:06	7:22	13:55	16:30	20:29	21:43
Vendredi	05	27	5:58	6:03	7:20	13:54	16:31	20:30	21:44
Samedi	06	28	5:56	6:01	7:17	13:54	16:32	20:32	21:46
Dimanche	07	29	5:54	5:59	7:15	13:54	16:33	20:33	21:48
Lundi	08	30	5:51	5:56	7:12	13:54	16:33	20:35	21:50

নাবিলা এন্টারপ্রাইজ এন্ড বুশারি
এখানে বাংলাদেশী সকল প্রকার পণ্য এবং সব ধরণের
হালাল মাংস, মাছ ও সবজি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।
প্রোপাইটর : সুমন আহমেদ
07 58 38 27 29 - 09 87 77 90 27
এড্রেস : 81 Av. de la République 93300 Aubervilliers
(2)165 Av. du Président Wilson 93210 Saint-Denis
amedsumon85@gmail.com

প্রবাসে বাংলার কথা বলে
ওয়েব নিউজ
রবিবার, ১০ মার্চ ২০২৪
২৬ ফাল্গুন ১৪৩০

‘কারাগারের মতো’ পরিস্থিতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
প্রতিবেদন বলছে, অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর অনেক রুমে প্রয়োজনীয় সব জিনিসই আছে। যেমন, কোন কোন রুমে টেলিভিশন, আলমারি, সবার জায়গা এবং সহজে খোলা যায় এমন জানালাও আছে। তবে ব্রুকহাউজ ও কোলনব্রুককে ‘কারাগারের মতো’ বলছে সিপিটি।

তাদের মতে, এগুলোতে লোক রাখার মতো অবস্থা নেই।

এসব কেন্দ্রে থাকা অনেকে বলেছেন, ঠিকমত বায়ু চলাচল করতে পারে না তাই তাদের মাথা ব্যথা হয়। কেউ কেউ বলেছেন, ঘরে ছাঁচ পড়ে গেছে, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর।

সিপিটি এমনকি চারটি আশ্রয়কেন্দ্রেই খাবারের মান ও পরিমাণ নিয়ে অভিযোগ পেয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর কর্মীরা শারীরিকভাবে আশ্রয়প্রার্থীদের হেনস্থা করেছেন বলে অভিযোগ পায়নি সিপিটি। তবে কোলনব্রুক ও হারমন্ডসওয়ার্থে খারাপ আচরণের অভিযোগ পেয়েছে।

সিপিটি আরো বলছে, কেন্দ্রগুলোতে মানসিক চিকিৎসা দেবার ব্যবস্থাও রয়েছে। তবে যাদের মানসিক অবস্থা খুব খারাপ তাদের মানসিক হাসপাতালে পাঠানোর বিষয়টি একটি চ্যালেঞ্জ।

এমনকি এমন লোকও এসব কেন্দ্রে আছেন, যাদের এখানে আবদ্ধ অবস্থায় থাকার মতো মানসিক অবস্থা নেই। যুক্তরাজ্যের আইন অনুযায়ী, কেউ মানসিক ও শারীরিকভাবে যে কোন ধরনের আটক অবস্থায় থাকার মতো অবস্থায় না থাকলে তাকে সেখান থেকে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু সিপিটি বলছে, এসব কেন্দ্রে এর ব্যত্যয় ঘটেছে।

যুক্তরাজ্য সরকার সিপিটির প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে বলে প্রতিবেদন করেছে ইউরো নিউজ।

মানব পাচার চক্রের সন্দেহভাজন ১৫ সদস্য গ্রেপ্তার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
নামে একটি যৌথ স্টিং অপারেশন পরিচালনা করে সাইপ্রাস, পর্তুগাল ও লাটভিয়ার পুলিশ। ইউরোপোল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, চক্রের সন্দেহভাজন দুই হোতাকে লাটভিয়া ও পর্তুগাল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরো ১৩ জনকে সাইপ্রাস থেকে গ্রেপ্তার করেছেন তারা। চক্রটি পাতানো বিয়ের মাধ্যমে তৃতীয় দেশের নাগরিকদের ইউরোপীয় ইয়নিয়নের দেশগুলোতে ‘অবৈধ অভিবাসনের সুযোগ’ করে দিত বলে বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে।

ইউরোপলের তথ্য অনুযায়ী, সন্দেহভাজনরা লাটভিয়া ও পর্তুগালের মেয়েদের নিয়োগ দিয়ে তাদেরকে সাইপ্রাসে নিয়ে যেত। সেখানে তারা তৃতীয় দেশের নাগরিকদের সাথে পাতানো বিয়েতে আবদ্ধ হতো। ইউরোপোল বলেছে, “সন্দেহভাজনরা মূলত ভারত, পাকিস্তান ও পর্তুগালের নাগরিক। তারা ফ্লাইটের টিকেট থেকে শুরু করে পাসপোর্টসহ বিভিন্ন ডকুমেন্ট, সবকিছুরই ব্যবস্থা করতো।”

সাইপ্রাসের রাজধানী নিকোসিয়া ও লারনাকা শহরের টাউনহলে বিয়ের আয়োজন করতো তারা। ভারত ও পাকিস্তানের অভিবাসী ছেলেদের সঙ্গে পর্তুগিজ ও লাটভিয়ার মেয়েদের এমন ১৩৩টি বিয়ের তথ্য তদন্তে উঠে এসেছে। পাশাপাশি ভুয়া নথি তৈরি ও সন্দেহজনক লেনদেন তথ্যও পাওয়া গেছে, যার মাধ্যমে অনিয়মিত উপায়ে সাইপ্রাসে অভিবাসীদের প্রবেশে তারা সহায়তা করত বলে পুলিশ সন্দেহ করছে।

স্টিং অপারেশনে নির্দিষ্ট বাড়িতে হানা দিয়ে সাইপ্রাস থেকে ১৩ জন, পর্তুগাল থেকে একজন ও লাটভিয়া থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। চারজনকে চক্রের মূল হোতা বলে মনে করা হচ্ছে। তার মধ্যে ৩৭ ও ২৪ বছরের দুইজন সাইপ্রাসে আটক রয়েছেন। আর পর্তুগাল ও লাটভিয়া থেকে আটক বাকি দুইজনের বয়স ৪৫ ও ৪৬।

ইতালিতে মাতৃভাষা দিবস পালন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
আলমগীর হোসেন।

এদিকে বাংলাদেশের সময়ের সঙে মিল রেখে গতকাল অস্থায়ী শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করে অসংখ্য প্রবাসী বাংলাদেশি। এই সময় বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা তে স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণ ও প্রবাসেও বই মেলার দাবীর জানান।

একুশ উদযাপন পরিষদ আয়োজিত এবং বৃহত্তর ঢাকাবাসীর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় জুবায়ের আহমেদ রিপন, সোহরাব সরকার ও ইমরুল কায়েস আগামী প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করতে চান বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন এই মাতৃভাষা বাংলা।

ফ্রান্সের অনিয়মিত অভিবাসী

ফেরত নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাক্ষর করেছে যে কয় দেশ

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ইউরোপীয় ইউনিয়নের তিন দেশ থেকে ৫১ জন অনিয়মিত বাংলাদেশিকে গত ২৫ জানুয়ারি ঢাকায় ফেরত পাঠানো হয়েছে। সম্প্রতি ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র ইনফোমাইগ্রেন্টসকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

ফরাসি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ বিভাগ মঙ্গলবার (৬ ফেব্রুয়ারি) ইনফোমাইগ্রেন্টসকে জানিয়েছে, ফ্রান্স, গ্রিস ও সাইপ্রাস থেকে ৫১ জন বাংলাদেশিকে নিয়ে ২৫ জানুয়ারি যাত্রা করা বিশেষ বিমানটি ২৬ জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছেছিল।

মন্ত্রণালয় সূত্র নিশ্চিত করেছে, অনিয়মিত অভিবাসীদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এটি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সবাই পুরুষ অভিবাসী ছিলেন। কোন নারী ও শিশু অভিবাসী ছিলেন না।

ইইউ সীমান্ত সংস্থা (ফ্রন্টেক্স) এবং ফরাসি সীমান্ত পুলিশ (পিএএফ) এর উপস্থিতিতে ৫১ বাংলাদেশির ‘ডিপোর্ট’ বাস্তবায়ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় শীর্ষে বাংলাদেশিরা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
জানিয়েছে রোমানিয়া বর্ডার পুলিশের তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর (আইজিপিএফ)।

কর্তৃপক্ষের পরিসংখ্যানে গত তিন বছরে ইস্যু হওয়া কাজের ভিসার তথ্য ছাড়াও হাই স্কিল্ড বা উচ্চ দক্ষ কাজের ভিসা, শিক্ষার্থী হিসেবে কতজন পড়তে এসেছেন এবং ভ্রমণ ও অন্যান্য ক্যাটাগরিতে আসা লোকেদের সংখ্যাও উঠে এসেছে।

দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ : বিগত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় রোমানিয়ায় বাংলাদেশিদের আসার হার অব্যাহত রয়েছে। ২০২৩ সালে মোট ১১ হাজার ১৩৮ জন বাংলাদেশি অভিবাসী কাজের ভিসায় রোমানিয়ায় এসেছেন। ২০২২ সালে এ সংখ্যাটি ছিল আট হাজার ৭৩০ জন। অর্থাৎ আগের বছরের তুলনায় বাংলাদেশিদের ভিসা পাওয়ার হার বেড়েছে ২৭.৫ শতাংশ।

অন্যান্য সব ক্যাটাগরি মিলিয়ে মোট ১৪ হাজার ১২০ জন বাংলাদেশি গত বছর পূর্ব ইউরোপের দেশটিতে এসেছেন। বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংঘাত এবং বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে কর্তৃত্ববাদী শাসনের অভিযোগ আছে। এছাড়া দেশটিতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুত হওয়া ও কোভিড পরবর্তী নাজুক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মতো উল্লেখযোগ্য সমস্যা আছে।

করোনা মহামারির পর থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতির বেশ কিছু খাতে দেখা দিয়েছে স্থবিরতা। সেই সঙ্গে বাড়ছে মূল্যস্ফীতির মতো বিষয়। কয়েক বছর আগেও ইউরোর বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার মান ছিল ৮০ থেকে ৯৫ টাকা। এখন সেটি ১৩০ টাকা ছুঁয়েছে।

আন্তর্জাতিক এনজিও অক্সফামের মতে, “বাংলাদেশে দারিদ্র্য চরম আকার ধারণ করেছে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই প্রতিদিন এক ডলারেরও কম আয় করে।”

তালিকায় শীর্ষ দেশ শ্রীলঙ্কা

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ২০২৩ সালে সর্বোচ্চ ১১ হাজার ৪২৯টি দীর্ঘ মেয়াদি কাজের ভিসা পেয়েছে শ্রীলঙ্কান নাগরিকেরা, যা ২০২২ সালের তুলনায় ৫৬.২ শতাংশ বেশি। গত বছর নজিরবিহীন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটে পড়ে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্রটি। নাজুক পরিস্থিতি থেকে উন্নত জীবনের সন্ধানে দেশটির নাগরিকদের ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে পাড়ি দেয়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সীমান্ত পুলিশের মতে, ভ্রমণ ও পারবারিক পুনর্মিলনসহ সবগুলো ক্যাটাগরি মিলিয়ে গত বছর মোট ১৪ হাজার ৮৫৪ জন শ্রীলঙ্কান নাগরিক রোমানিয়ায় প্রবেশ করেছেন।

তৃতীয় অবস্থানে নেপাল

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দক্ষিণ এশিয়ার আরেক দেশ নেপালের নাগরিকদের রোমানিয়ায় ব্যাপক আগমন লক্ষ্য করা গেছে। ২০২৩ সালে দেশটির নয় হাজার ৭১৫ জন নাগরিক কাজের ভিসায় রোমানিয়ায় এসেছে। আগের বছর এটি ছিল ১০ হাজার ২৭২ জন। অর্থাৎ গত বছর ৫.৫ শতাংশ কমেছে।

সবগুলো খাত মিলিয়ে ২০২৩ সালে মোট ১২ হাজার ৩৮৯ জন নেপালি নাগরিক রোমানিয়ায় এসেছেন।

কাজেরর ভিসা প্রাপ্তির দিক থেকে তালিকার চতুর্থ অবস্থানে আছে পাকিস্তানিরা। দেশটির পাঁচ হাজার ৪৩ জন অভিবাসী গত বছর রোমানিয়ায় এসেছেন, যা ২০২২ সালের তুলনায় ৩০ শতাংশ বেশি।

তালিকার সবশেষ অবস্থানে আছে ভারতীয়রা। গত বছর মোট চার হাজার ৬২২ জন ভারতীয় অভিবাসী ওয়ার্ক পারমিট ভিসা পেয়েছেন, যা আগের বছরের বিপরীতে ৪১.১ শতাংশ বেশি।

তবে সবগুলো ক্যাটাগরি মিলিয়ে ২০২৩ সালে মোট ২২ হাজারা ৭৬৩ জন ভারতীয় নাগরিক রোমানিয়ায় এসেছেন, যা মোট সংখ্যার দিক থেকে সর্বোচ্চ।

উচ্চ শিক্ষায় যারা এসেছেন

কাজের ভিসার তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো থেকে রোমানিয়ায় পড়তে আসার হার কম। ২০২২ সালে ৭২৫ জন শিক্ষার্থী দেশটিতে পড়তে এসেছিলেন। ২০২৩ সালে এ সংখ্যাটি ১৪.৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২৯ জন-এ। এদের মধ্যে ৪৬১ জন বাংলাদেশি, ১৮৫ জন ভারতীয়, ১৩০ জন পাকিস্তানি, ৪০ জন শ্রীলঙ্কান এবং ১৩ জন নেপালি নাগরিক।

ভিসা প্রাপ্ত ও বসবাসরতদের সংখ্যার মধ্যে তফাৎ

বিপুল সংখ্যাক বাংলাদেশিসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রোমানিয়ায় আসলেও তাদের মধ্যে বর্তমানে বৈধভাবে বসবাসরতদের হারের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে।

১৬ জানুয়ারি এক ইমেইলে রোমানিয়া জেনারেল ইনস্পেক্টরেট ফর ইমিগ্রেশন (আইজিআই) ইনফোমাইগ্রেন্টসকে জানায়, চলতি বছরের ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত রোমানিয়ায় বৈধভাবে বসবাস করছেন ১৮ হাজার ৮৭১ জন নেপালি নাগরিক।

বৈধ অভিবাসী সংখ্যার দিকে থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে শ্রীলঙ্কানরা। দেশটি ১৪ হাজার ৯২৬ জন অভিবাসী বৈধ রেসিডেন্স পারমিট নিয়ে বর্তমানে বুখারেস্টসহ বিভিন্ন শহরে বসবাস করছেন।

এছাড়া আট হাজার ৯৯৪ জন ভারতীয় অভিবাসী, পাঁচ হাজার ২১ জন বাংলাদেশি এবং তিন হাজার ১৫০ জন পাকিস্তানি নাগরিক নিয়মিত অবস্থায় আছেন।

বাংলাদেশিদের গত দুই বছরে ভিসা প্রাপ্তির হার ও বৈধ অভিবাসীর সংখ্যার মধ্যে বড় ধরণের পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। গত বছরের বিভিন্ন সময়জুড়ে হাঙ্গেরি ও সার্বিয়া সীমান্তে অনিয়মিত সীমান্ত পাড়ি দেয়ার সময় বাংলাদেশি, নেপালি ও অন্যান্য দেশের নাগরিকদের আটক করেছে বুখারেস্ট কর্তৃপক্ষ।

এছাড়া ২০২৩ সালে জোরপূর্বক নিজ দেশ ‘ডিপোর্ট’ করা হয়েছে ৩৯৭ বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের এক হাজার ২২২ জন অভিবাসীকে।

বাংলাদেশের নাগরিকরা রোমানিয়ার ইস্যু করা ওয়ার্ক পারমিট ভিসার অপব্যবহার করছেন বলে অভিযোগ করেছিলেন ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত রোমানিয়ার রাষ্ট্রদূত ড্যানিয়েলা সেজোনভ টেনে। ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় এফবিসিসিআই প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎকালে এ মন্তব্য করেছিলেন তিনি।

এক দশক অপেক্ষার পর চলতি বছরের ৩১ মার্চ থেকে আংশিকভাবে ইউরোপের অবাধ চলাচলের অঞ্চল শেঙেন জোনে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছে রোমানিয়া।

ইইউ-এর সুনজরে থাকতে এবং শেঙেন প্রবিধান মেনে চলতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেআইনি উপায়ে হাঙ্গেরিতে প্রবেশের চেষ্টা করা অভিবাসীদের আটক অব্যাহত রেখেছে বুখারেস্ট।

ফরাসি দ্বীপ মায়োতে নাগরিকত্ব আইন সংস্কারের ঘোষণা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
মায়োত এমন ডিপার্টমেন্টগুলোর একটি যার অবস্থান ভারত মহাসাগরে।

ভৌগলিকভাবে এটি একটি দ্বীপপুঞ্জ। যা কোমোরোস দ্বীপপুঞ্জের পূর্বে, মোজাম্বিক চ্যানেলের উত্তরে এবং মাদাগাস্কারের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

তিন লাখ ১০ হাজার বাসিন্দার দ্বীপটি ফ্রান্সে দরিদ্রতম ডিপার্টমেন্টগুলোর একটি। দ্বীপে অবস্থানরত অভিবাসীদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ পাশ্ববর্তী কমোরোস দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য আফ্রিকান অঞ্চল থেকে আগত। অভিবাসীদের বড় একটি অংশ মাত্র ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কমোরোস থেকে মাছ ধরার নৌকায় চড়ে দ্বীপটিতে আসেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে অস্বাস্থ্যকর বস্তি তৈরী করে বসবাস করেন।

গত ২২ জানুয়ারি থেকে অনিয়মিত অভিবাসন কারণে দ্বীপে চলছে অবরোধ ও আন্দোলনের ঘটনা। মায়োত নাগরিক সমষ্টির নেতৃত্বে সাম্প্রতিক দিনগুলোতে চলছে টানা অবরোধ। এমন পরিস্থিতিতি অচল হয়ে পড়েছে পুরো দ্বীপের জীবন যাত্রা।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে রোববার (১১ জানুয়ারি) দ্বীপটি সফর করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড দারমানা।

তবে পূর্বের এসব সহায়তার চেয়ে মৌরিতানিয়া আরও বেশি দাবি করে আসছিল বলে বেশ কিছু গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। গত বছরের ১১ ডিসেম্বর ব্রাসেলসে সিনিয়র স্প্যানিশ এবং ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে একটি বৈঠকের সময়, মৌরিতানিয়ার প্রতিনিধিরা অনিয়মিত অভিবাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আরও অর্থ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দাবি করেছিলেন।

স্প্যানিশ দৈনিক এল পায়েস জানিয়েছে, “বৈঠকে মৌরিতানিয়া টিউনিশিয়া থেকে ইটালিতে চলমান সমস্যার দিকে ইইউর দৃষ্টি আকর্ষণে জোর দিয়েছিল।”

গত বছর টিউনিশিয়ার অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য একশ’ কোটি ইউরোর সহায়তা বরাদ্দ করেছিল ইইউ। এর মধ্যে ১৫ কোটি ইউরো বরাদ্দ করা হয় সমুদ্রসীমার বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণ ও অভিবাসন সমস্যা নিয়ন্ত্রণে।

তবে অভিবাসন সংস্থা ও এনজিওগুলো অভিবাসন সংকটের সমাধান সীমান্তের সামরিকীকরণের বিরোধিতা করে আসছে।

স্প্যানিশ মিডিয়া আলফা ও ওমেগাকে অভিবাসন সংস্থা জেসুইট মাইগ্রেন্ট সার্ভিস (এসজেএম) এর যোগাযোগ ব্যবস্থাপক ড্যানিয়েল মার্টিনেজ বলেন, “বেঁচে থাকার জন্য অর্থের সংকট মানুষকে দেশ থেকে দেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। মানুষ ক্রমবর্ধমান বিপজ্জনক পথ ধরে ইউরোপ মহাদেশে পৌঁছাতে থাকবে।”

তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, “এসব পদক্ষেপ ইউরোপকে একটি দুর্গে পরিণত করার আরও একটি পদক্ষেপ।”

স্প্যানিশ এনজিও কামিনান্দো ফ্রন্তেরাস জানিয়েছে, গত দুই মাসে মৌরিতানিয়া থেকে অন্তত কয়েকশ’ মানুষ নিখোঁজ হয়েছে। নতুন গণহত্যা এড়াতে গবেষণা জোরদার করা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।”

দ্বীপের গুরুতর অভিবাসন সংকট এবং সামাজিক নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে দারমানা ঘোষণা করেছেন, “ফ্রান্সের অভিবাসন আইনে থাকা ভূমি আইন মায়োত দ্বীপের জন্য সংস্কার করা হবে।”

এটি কার্যকর করতে বিতর্কিত সাংবিধানিক সংশোধনেরও ঘোষণা করেছেন তিনি।

যা আছে নাগরিকত্ব বিষয়ক ভূমি আইনে

ভূমি আইনের অর্থ হচ্ছে, ফ্রান্সে বসবাসরত দুইজন বিদেশি পিতামাতার কাছে জন্ম নেয়া শিশু ১৮ বছর বয়স পূরণ হলে কিছু শর্ত পূরণ করে খুব সহজেই ফরাসি নাগরিকত্ব লাভ করে থাকেন।

অনিয়মিত অভিবাসন ঠেকাতে মৌরিতানিয়াকে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা দেবে ইইউ

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

উপকূল থেকে অনিয়মিত অভিবাসী বহনকারী নৌকা আটকাতে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মৌরিতানিয়াকে ২১ কোটি ইউরো বা প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা অর্থ সহায়তা দেবে ব্রাসেলস। স্প্যানিশ গণমাধ্যমগুলো বেশ কয়েকটি ইইউ সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে স্প্যানিশ দ্বীপপুঞ্জগুলোতে অবতরণ করা নৌকাগুলোর মধ্যে ৮০ শতাংশেরও বেশি নৌকা মৌরিতানীয় উপকূলগুলো থেকে যাত্রা করেছিল।

এরই ধারাবাহিকতায় অভিবাসন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) মৌরিতানিয়া সফর করছেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডেয়ার লাইয়েন এবং স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ।

সফরকালে ইউরোপীয় এই দুই শীর্ষ নেতাকে স্বাগত জানিয়েছেন মৌরিতানিয়ার রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ ওউলদ গাজোয়ানি। উভয়পক্ষ অভিবাসন ইস্যুতে তাদের সহযোগিতা জোরদারের ইচ্ছা পোষণ করে।

স্প্যানিশ গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ব্রাসেলস মৌরিতানিয়াকে অভিবাসী আসা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে ২১ কোটি ইউরো বিশেষ সহায়তা প্রদান করবে। কয়েক সপ্তাহ ধরে স্পেন পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটির প্রতি আর্থিক সহায়তা বাড়ানোর জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) উপর চাপ দিয়ে আসছিল।

মৌরিতানীয় উপকূল থেকে অভিবাসী আগমন বৃদ্ধি নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন মাদ্রিদ। গেল মাসে সাত হাজারেরও বেশি অভিবাসী স্পেনের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে গিয়েছেন। এসব ব্যক্তিদের মধ্যে ৮০ শতাংশ ক্যানারি থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মৌরিতানীয় উপকূল থেকে যাত্রা করেছিলেন।

স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ গত বছরের শেষ দিক থেকে এই প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করলেও জানুয়ারিতে এটি বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্যানারি দ্বীপের এক কর্মকর্তার মতে, “ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছানোর লক্ষ্যে মৌরিতানিয়ায় প্রায় তিন লাখ লোক অপেক্ষারত আছে।”

২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে অভিবাসন ব্যবস্থাপনার জন্য স্পেন ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সহায়তা পেয়ে আসছে মৌরিতানিয়া কর্তৃপক্ষ। ২০২২-২০২৭ সময়ের জন্য ইইউর বরাদ্দের পরিমাণ ছিল এক কোটি ২৫ লাখ ইউরো। এছাড়া মৌরিতানীয় উপকূলরক্ষীদের প্রশিক্ষণ এবং সরঞ্জামের জন্য স্পেন এক কোটি ইউরোর বার্ষিক ভর্তুকি দিয়ে আসছে।

ইতালি ফেনী জেলা সমিতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
কাজ করে যাবে। নতুন ও বেকার যুবক দের কর্ম সংস্থান এবং সামাজিক উন্নয়নে দেশে ও প্রবাসে এই সমিতি পূর্বের ন্যায় কাজ করে যাবে। তারা রোম কমিউনিটির সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছেন।

এই সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার আলাউদ্দিন শিমুল বলেন “ প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে অত্যন্ত সুষ্ঠ, নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছ ভোটের মাধ্যমে তারা নির্বাচিত হয়েছেন। আগামী ৯০ দিনের মধ্যে তারা সবাইকে নিয়েই পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করবে। এবং ফেনী জেলা সমিতিকে একটি রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপন করবে বহিঃবিশ্বে।

এই সময় কমিশনার মাইন ভুঁইয়া, গোলাম মাওলা মিলন, মীর আব্দুল জলিল, আবুল কাশেম, জাকির হোসেন, আব্দুল কাদের উপস্থিত ছিলেন।

ফ্রান্সে অলিম্পিককে সামনে রেখে অস্থায়ী অভিবাসী শিবির উচ্ছেদ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
অভ্যর্থনা কাঠামোতে রাখা হয়ছে।”

কিন্তু ইতুপিয়া৫৬ দাবি করেছে, শার্ল দ্য গউল ব্রিজের নিচে শিবিরটির উচ্ছেদ অভিযানটির পর সংশ্লিষ্টদের কোন প্রকার সহায়তা ছাড়ায় রাস্তায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ১৭ ডিসেম্বর এর পর এমন ঘটনা দ্বিতীয়বার ঘটল। আমরা এটি নিয়ে আইজিপিএন-এর কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেছি। মানবাধিকার রক্ষা দপ্তরকে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছি। এমন বহিষ্কার কোনোভাবেই ঘটতে পারে না।”

এ ঘটনায় প্যারিস ও ইল দ্য ফ্রন্সঁ অঞ্চলের পুলিশ সদর দপ্তরে ইনফোমাইগ্রেন্টসের পক্ষ থেকে কয়েকবার যোগাযোগ করা হলেও তারা সাড়া দেয়নি।

প্যারিসের জরুরী বাসস্থান এবং উদ্বাস্তুদের সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা ডেপুটি মেয়র লেয়া ফ্লিয়োশ তার এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, “গতকাল রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া প্রায় ১৬০ জন তরুণ প্যারিসের নগর ভবনের ক্লাইমেট একাডেমিতে রাত কাটিয়েছে। এই তরুণদের জন্য দ্রুত ‘সমাধান’ খুঁজে বের করতে আমরা সরকাররে প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।”

অলিম্পিক ইতিহাসের প্রথমবার কোন স্টেডিয়ামে না হয়ে নদীতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ২৬ জুলাই এটির তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্যারিসের কেন্দ্রস্থলে সেইন নদীর পাশ্ববর্তী বেশ কিছু এলাকা অস্থায়ী শিবির তৈরী করে আবাসনের আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত। অলিম্পক যতই ঘনিয়ে আসছে সরকার এসব কার্যক্রম ও এলাকার উপর অভিযান জোরদার করেছে।

ফ্রান্স দূতাবাসের অস্থায়ী শহীদ মিনারে জুতা পায়ে সরকারি কর্মকর্তারা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
সম্প্রতি (২১ ফেব্রুয়ারি) মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ফ্রান্স দূতাবাসের সামনে অস্থায়ী শহীদ মিনারে গৃহীত কর্মসূচির আলোচনা সভাচলাকালীন শহীদ মিনারে বক্তব্য দেয়ার সময় বেদীর কাছাকাছি শহীদ মিনার বেষ্টনীর ভিতরে জুতা পরা অবস্থায় দেখা যায় তাদের।

উল্লেখ্য, ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোতে দেখা গেছে দূতাবাস কর্মকর্তারা প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিভিন্ন সংগঠন কে সাথে নিয়ে যৌথ উদ্যোগে শহীদ মিনারে ফুল দিলেও ফ্রান্স দূতাবাসের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্যারিসে তাই শহীদ মিনার থাকা সত্ত্বেও দেখা গেছে ভিন্ন রুপ। দূতাবাসের কর্মকর্তারা অস্থায়ী শহীদ মিনার স্থাপন করে সেখানে জুতা পরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। অথচ,ফ্রান্সের অধিকাংশ বাঙ্গালীরা এবারই প্যারিসের প্রথম স্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দিতে পেরে উচ্ছসিত।

ফ্রান্সের দূতাবাস কর্মকর্তাদের নিয়ে ফ্রান্স প্রবাসীদের নানা প্রশ্ন জেগেছে। প্রবাসীরা বলছেন দূতাবাসের কর্মকর্তারা আজ আছেন দুদিন পর চলে যাবেন কিন্তু আমরা প্রবাসীরা এখানেই বাস করতে হবে। তাহলে কেন দূতাবাসের কর্মকর্তারা প্রবাসীদের মাঝে এরকম বিভেদ তৈরী করছেন, যা বিগত দিনে কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে এমন দৃশ্য দেখা যায়নি। শহীদ মিনারে জুতা নিয়ে উঠা পুরোপুরি নিয়ম বহির্ভূত জানার পরও সরকারি কর্মকর্তারা কেন তা করা হলো তা নিয়ে ইতোমধ্যে জনমনে প্রশ্ন উঠেছে।কেউ কেউ এই ছবিটি নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে নানাভাবে মন্তব্য করেছেন।

২০২৩ সালে গ্রিসে বৈধতা পেয়েছেন প্রায় সাড়ে তিন হাজার বাংলাদেশি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
আপিলের সুযোগ রয়েছে বলে ইনফোমাইগ্রেন্টসকে নিশ্চিত করেছে এথেন্সের বাংলাদেশ দূতাবাস।

গত বছর প্রাক-নিবন্ধনকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ২০২৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বৈধতার জন্য আবেদন করেছেন ১১৩ জন অনিয়মিত বাংলাদেশি।

এছাড়া, মোট আবেদনের মধ্যে বিবেচনাধীন আছে পাঁচ হাজার ৯১০টি আবেদন। অর্থাৎ এসব অভিবাসীদের সবাই প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপ শেষে গ্রিক কর্তৃপক্ষ থেকে বৈধতার সত্যয়ন পেয়ে রেসিডেন্স পারমিট বা স্মার্ট কার্ডের অপেক্ষায় আছেন।

অপরদিকে, অনিয়মিতদের মধ্যে গত বছর রেসিডেন্স পারমিট বা বৈধতা পেয়েছেন তিন হাজার ৪০৫ জন বাংলাদেশি।

সাগর পাড়ি দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসন নিরুৎসাহিত করতে নানা পরিকল্পনা হাত নিয়েছে ভূমধ্যসাগরের তীরের দেশ গ্রিস। দেশটির অভিবাসনমন্ত্রী সম্পতি বলেছেন, “২০২৪ সালে হবে বৈধ অভিবাসনের বছর।”

গ্রিসে বৈধভাবে থাকার পথ আরো সুগম করতে এই সংক্রান্ত আইন সংশোধনেরও উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এরইমধ্যে বৈধভাবে বসবাসের অনুমতি বা রেসিডেন্স পারমিট প্রদানে দেশটির বিদ্যমান প্রশাসনিক কাঠামো আধুনিকায়নে একটি আইনের খসড়া তৈরি করছে গ্রিসের অভিবাসন ও আশ্রয় মন্ত্রণালয়।

দেশটির অভিবাসন ও আশ্রয়মন্ত্রী দিমিত্রিস কাইরিদিস সম্প্রতি দেশটির সংসদে দেওয়া বক্তৃতায় বলেন, “২০২৪ সালে প্রথম ছয় মাসে দেশে নতুন চারটি বায়োমেট্রিক ডেটা কালেকশন সেন্টার স্থাপন করা হবে। এর তিনটি হবে রাজধানী এথেন্সে আর একটি হবে থেসেলোনিকিতে।”

তিনি বলেন, একজন অভিবাসী নিয়মিত পথে দেশটিতে এসে, বৈধভাবে চাকরি করে, কর প্রদান করেন। কিন্তু নিজেদের থাকার অনুমতিপত্র নবায়নের আবেদন করতে গিয়ে তাদেরকে জটিলতা পোহাতে হয়।

দেশটির আট লাখ ৫০ হাজার অভিবাসনের আবদেনর নথিপত্রও ২০২৬ সালের প্রথমার্ধের মধ্যেই ডিজিটাল করা হবে বলেও জানান তিনি। এরফলে প্রশাসনিক কার্যক্রম দ্রুততর হবে।

পঞ্চ কবিদের রচিত গান নিয়ে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে স্বরলিপি শিল্পীগোষ্ঠী ফ্রান্স কর্তৃক আয়োজিত প্যারিসে পঞ্চ কবি গানের সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়।

প্যারিসে ভাষা দিবস উপলক্ষে পঞ্চ কবি গানের সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন ও অতুলপ্রসাদ সেন পঞ্চ কবিদের রচিত গান নিয়ে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে স্বরলিপি শিল্পীগোষ্ঠী ফ্রান্স কর্তৃক আয়োজিত প্যারিসে পঞ্চ কবি গানের সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি এমদাদুল হক স্বপনের সভাপতিত্বে সংগীত পরিবেশন করেন রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী বাংলাদেশ থেকে আগত তানজিনা তমা, প্যারিসের স্থানীয় নজরুল ও রবীন্দ্র শিল্পী মৌসুমী চক্রবর্তী।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কানেক্ট বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক মনসুর আহমদ, বাংলাদেশ ভিউয়ের সভাপতি শেখ সাদী রহমান, বিশিষ্ট সমাজসেবক হাসনাত জাহান, বিডি ফার্নিচারের স্বত্বাধিকারী মিয়া মাসুদ, একুশে উদযাপন পরিষদ আহবায়ক সুব্রত ভট্টাচার্য শুভ, ফ্রান্স আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আলী আজম খান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুদ হায়দার, চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রকাশ রায়, এটিএন বাংলা ফ্রান্স প্রতিনিধি দেবেশ বড়ুয়া, আর টিভি ফ্রান্স প্রতিনিধি তাইজুল ফয়েজ, বিশিষ্ট লেখক রাহুল চৌধুরী, মাসুদ রহমান, রিয়াদ আহমদ জুয়েল, শিল্পী আরিফ রানা, কুমকুম রানা। এ সময় বক্তারা বলেন- প্রবাসের মাটিতে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি চর্চা হলেও পঞ্চ কবিদের সংস্কৃতি চর্চা খুব কম হয়ে থাকে, রবীন্দ্র-নজরুল আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির মেরুদন্ড।

তাই এই ধরনের আয়োজন প্রবাসের মাটিতে বেশি বেশি করা প্রয়োজন এবং পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে পঞ্চ কবিদের রেখে যাওয়া গানের ভান্ডার তুলে ধরতে হবে।

মানবপাচার চক্র ধরতে ইউরোপে অভিযান, আটক ১৫

(৩য় পৃষ্ঠার পর)
মানবপাচারকারী একটি বড় চক্রকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

একটি ইরাকি-কুর্দি নেটওয়ার্ককে লক্ষ্য করে কাজ করেছে অভিযান চালানো দলটি। চক্রটি মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব আফ্রিকার অনিয়মিত অভিবাসীদের ফ্রান্স থেকে যুক্তরাজ্যে নিম্নমানের ভাসমান নৌকা ব্যবহার করে পাচার করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

জার্মান কর্তৃপক্ষ বাড়ি ও গুদামগুলোতে অভিযান চালিয়েছে।

ইউরোপোলের অপারেশন্স টাস্কফোর্স ওয়েভের অধীনে দেড় বছর দীর্ঘ যৌথ তদন্তের পর বেলজিয়াম ও ফরাসি বিচারিক আদেশের অধীনে এই অভিযান চালানো হয় এবং এতে অন্তত ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

টিউনিশীয় উপকূলে নিহত নয় অভিবাসীর আটজনই বাংলাদেশি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, নৌকাডুবির ঘটনায় মোট ৪৩ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। যাদের মধ্যে মুমূর্ষু অবস্থায় একজনসহ মোট ২৭ জন বাংলাদেশি নাগরিক।

অপরদিকে নিহত বাংলাদেশিদের মধ্যে পাঁচ জন মাদারীপুর জেলার এবং তিন জন গোপালগঞ্জ জেলা জেলার বাসিন্দা।

মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অভিবাসীর নাম মনতোষ সরকার। তিনি মাদারীপুর জেলার রাজৈর থানার আমগ্রাম ইউনিয়নের মনোরঞ্জন সরকারের ছেলে।

দূতাবাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, নিহত বাংলাদেশিদের বিস্তারিত তথ্য নিশ্চিত এবং স্থানীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের মৃতদেহ দেশে প্রেরণের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

এছাড়া জীবিত উদ্ধার হওয়া বাংলাদেশিদের দেশে প্রেরণসহ তাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে দূতাবাসের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ দূতাবাস লিবিয়া।

আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার দারিদ্র্য ও সংঘাত থেকে বাঁচতে বিপদসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে ইউরোপের দিকে রওনা দেন অভিবাসনপ্রত্যাশীরা।

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আবহাওয়া অনুকূল হওয়ার কারণে ইটালির উদ্দেশে রওনা দেয়া আফ্রিকান ও টিউনিশিয়ান অভিবাসীদের যাত্রার হার বেড়েছে।

টিউনিশিয়ান ফোরাম ফর ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল রাইটস (এফটিডিইএস) জানিয়েছে, ২০২৩ সালে ভূমধ্যসাগরের টিউনিশিয়ার উপকূলে এক হাজার ৩১৩ জন অভিবাসীর মৃত্যু হয়েছে। টিউনিশিয়া সম্প্রতি উত্তর আফ্রিকা থেকে ইউরোপের রওনা দেয়ার প্রধান উৎসস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর আগে লিবিয়া ছিল শীর্ষস্থানে।

ওয়েব নিউজ টেলিভিশনের প্রিন্ট পত্রিকার যাত্রা শুরু

(৩য় পৃষ্ঠার পর)
পাঠ উন্মোচনের আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক ইউরো ভিশন নিউজ- সম্পাদক এম এ মান্নান আজাদ।প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন ফ্রান্সের প্রথম একটি সংবাদ মাধ্যম যা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করে যাচ্ছে যেখানে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা গণমাধ্যমের বাক স্বাধীনতাকে হরণ করে রাখা হয়েছে সেই জায়গায় প্রবাসের মাটিতে ওয়েব নিউজ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করছে।

পত্রিকার প্রকাশক লিগ্যাল এইড এর প্রেসিডেন্ট এম এ আজাদ তিনি তার বক্তব্য বলেন ওয়েব নিউজ সত্য প্রকাশে নির্ভীক যা ফ্রান্সে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাচ্ছে এবং বস্তনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করার কারণে একটা সময় ওয়েব নিউজ পুরো ইউরোপ জুড়ে ভালো একটি অবস্থান তৈরি করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি এবং ওয়েব নিউজের সকল ধরনের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেন বলে ও উল্লেখ করেন ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক ইউরো ভিশন নিউজ- সম্পাদক এম এ মান্নান আজাদ।প্রধান মেহমান ক্যাথসীমা মসজিদের সহ-সভাপতি সালেহ চৌ:,বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লিগ্যাল এইডের প্রেসিডেন্ট আজাদ মিয়া,মানবাধিকার কর্মী মাহবুবুল হক কয়েছ মিয়া,মানবাধিকার কর্মী বেলাল আহমদ, এটিএন নিউজ এর ফ্রান্স প্রতিনিধি তাজউদ্দিন,যুব ফোরাম ভারপ্রাপ্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট মুন্না আহমেদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান তারেকসহ আরো বিভিন্ন শ্রেনী-পেশার ফ্রান্স প্রবাসীরা।

ইতালিতে অভিবাসীদের নিয়মিত করার দাবিতে বাংলাদেশিদের বিক্ষোভ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)
বাংলাদেশ সমিতি ইতালির সাবেক সভাপতি এবং ধূমকেতু সোশ্যাল অর্গানাইজেশনের কর্ণধার নুরে আলম সিদ্দিকী বাচ্চু বলেন, ইতালিতে ৭ লাখেরও বেশি-বিদেশি অবৈধভাবে অবস্থান করছেন। এতে করে অল্প বেতনে শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো সম্ভব হচ্ছে। আমরা অবৈধদের বৈধকরণ স্টেপারমিট দ্রুত নবায়ন এবং বাংলাদেশ থেকে দ্রুত ভিসা প্রদানের দাবি জানাচ্ছি।

ইতালীয় নাগরিক ফ্রান্সেস্কা বলেন, এখানে মানুষ আসে একটি নিশ্চিত জীবনের জন্য। নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য তাদের অধিকার রয়েছে। এই অধিকারের গ্যারান্টি দিতে হবে।

ইটালিয়ান তরুণী আন্না বলেন, এই মেলোনি সরকার আমাদের দাবির ব্যাপারে কানে শোনে না। বিভিন্ন দেশের কমিউনিটির মানুষ আজ সোচ্চার হয়েছে। তাদের অধিকার আদায় করবেই বাংলাদেশীরা আন্দোলনের মাধ্যমে য়দাবী আদায়ের অঙ্গীকার করে বলেন, অবশ্যই জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব প্রদান করা উচিত।

ইতালিতে প্রধানত ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়েই বাংলাদেশিসহ বিদেশীরা অবৈধভাবে প্রবেশ করে। তবে ভিন্ন দেশ হয়ে সড়কপথেও আসে অনেকে। এছাড়া বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা সিজনাল ভিসা কিংবা কৃষি বিষয়ে এসে সদস্য ফেরত না গিয়ে হয়ে যান অবৈধ। গেল দুই বছরে শুধুমাত্র ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়েই ইতালিতে এসেছে ৩৫ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশি। বর্তমানে ইতালিতে ৭ লক্ষাধিক অবৈধ অভিবাসী রয়েছে বলে ধারণা ইমিগ্রেশন আন্দোলনের সাথে যুক্ত কর্মকর্তাদের।

পিএসজির ডাগআউটে না বসে গ্যালারিতে কেন এমবাপ্পে?

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

মোনাকোর বিপক্ষে সম্প্রতি (১ মার্চ) এক রাতের ম্যাচে পুরোটা সময় খেলার সুযোগ পাননি কিলিয়ান এমবাপ্পে। প্রথমার্ধের পর আর মাঠে নামানো হয়নি তাকে। নিয়মানুযায়ী ম্যাচের বাকি সময় ডাগআউটে বসে খেলা দেখার কথা থাকলেও ফরাসি তারকা ম্যাচ দেখেছেন গ্যালারিতে বসে।

চলতি মৌসুম শেষে পিএসজি ছাড়ছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। মৌসুম শেষ হতে এখনও ৪ মাস বাকি থাকলেও ইতোমধ্যে ক্লাব ছাড়ার সব প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন ফরাসি তারকা। গত কয়েক মৌসুমে যেহেতু এমবাপ্পের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল পিএসজি, তার বিদায়ের ঘোষণায় সেটা এখন কমাতে চাইছে ক্লাবটি। আর সে কারণেই হয়তো সর্বশেষ তিন ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট খেলার সুযোগ পাননি ফরাসি তারকা।

এমবাপ্পেকে ছাড়া অভ্যস্ত হওয়া যে কতোটা কঠিন সেটা বোঝা গিয়েছে শেষ তিন ম্যাচে পিএসজির ফলাফলে। তিন ম্যাচের দুটিতে ড্র করেছে পিএসজি। আর ন্যান্টেসের বিপক্ষে ২-০ গোলে জেতা ম্যাচে বদলি নেমে গোল করে দলকে নিরাপদ অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন এই এমবাপ্পেই। সর্বশেষ শুক্রবার রাতে মোনাকোর বিপক্ষেও প্রথমার্ধ শেষে তুলে নেওয়া হয় এই ফরোয়ার্ডকে। আর শেষ পর্যন্ত এই ম্যাচটি গোলশূন্য ড্রয়ে শেষ করেছে পিএসজি। শুধু পিএসজিই নয়, এমবাপ্পে নিজেও হয়তো ধীরে ধীরে দলের সঙ্গে সম্পর্কের সুতোটা আলগা করে নিচ্ছেন।

সর্বশেষ ম্যাচে মাঠ থেকে তুলে নেয়ার পর দলের সঙ্গে বেঞ্চে বসেননি এমবাপ্পে। একটি ভিডিওতে তাকে দেখা যায় ফোনে কথা বলতে বলতে টানেল দিয়ে বেরিয়ে আসছেন। এরপর ভক্তদের সঙ্গে সেলফি তুলতে এবং অটোগ্রাফ দিতেও দেখা গিয়েছে তাকে। এসব কাজ সেরে মায়ের পাশে গ্যালারিতে গিয়ে বসেন এমবাপ্পে।

ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এমবাপ্পেকে তুলে নেয়ার ব্যাপারে পিএসজি কোচ বলেন, 'এটা শতভাগ কোচের সিদ্ধান্ত। কারণ, আগে পরে আমাদেরকে কিলিয়ান এমবাপ্পেকে ছাড়াই খেলার ব্যাপারে অভ্যস্ত হতে হবে। আমি দলের ভালোর জন্য এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

চলতি মৌসুম শেষে এমবাপ্পের পিএসজি ছাড়ার বিষয়টি এখন প্রায় নিশ্চিত। ইউরোপীয় বেশকিছু গণমাধ্যম জানিয়েছে, ইতোমধ্যে স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে চুক্তিও করে ফেলেছেন ফরাসি তারকা। চুক্তির সময় এবং অর্থের পরিমাণ নিয়েও আছে বেশকিছু গুঞ্জন। তবে এসব সত্যি না হলেও এমবাপ্পে যে শীঘ্রই ক্লাব ছাড়ছেন সেটা অনেকটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

ফ্রান্স প্রেসিডেন্টের দাওয়াতে যাবেন এমবাপ্পে

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

চলতি মৌসুম শেষে পিএসজি ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে কিলিয়ান এমবাপ্পে। এমনটাই জানাচ্ছে ইউরোপিয়ান সংবাদমাধ্যমগুলো।

যদিও পিএসজি বা রিয়াল মাদ্রিদের পক্ষ থেকে এনিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা দেওয়া হয়নি। তবে এই গুঞ্জনের মাঝেই আজ ফ্রান্স প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁর দাওয়াতে যাচ্ছেন এমবাপ্পে।

রাষ্ট্রীয় সফরে সম্প্রতি ফ্রান্স যাওয়ার কথা রয়েছে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির। বিকেলে তাকে নিজের বাসভবন এলিসে প্যালেসে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ফ্রান্স প্রেসিডেন্ট। সেখানে 'সারপ্রাইজ গেস্ট' হিসেবে থাকবেন এমবাপ্পে। সঙ্গে থাকবেন পিএসজি সভাপতি নাসের আল খেলাইফিও।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা বলছে, এমবাপ্পে সিদ্ধান্তের ওপর কেউই এবার সেভাবে প্রভাব কাটাতে পারবেন না। দুই বছর আগের সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না বলে জানিয়েছে তারা।

ছোটবেলা থেকেই রিয়াল মাদ্রিদে খেলার স্বপ্ন দেখে আসছেন এমবাপ্পে। ফরাসি এই তারকাকে দলে ভেড়াতে উন্মুখ হয়ে আছে রিয়ালও। ২০২২ সালে এনিয়ে গুঞ্জন আরও বাড়তে থাকে। এমনকি অনেকে ভেবেই নিয়েছিলেন যে এমবাপ্পে রিয়ালে আসবেন। কিন্তু রিয়াল প্রেসিডেন্টকে ফোন করে পিএসজির সঙ্গে নতুন চুক্তির কথা জানান এমবাপ্পে। তার এমন অবাক করা সিদ্ধান্তের পেছনে ফ্রান্স প্রেসিডেন্টের হাত ছিল বলে ধারণা করা হয়।

তবে এবার তেমন কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। গত মৌসুম শেষেই এমবাপ্পে জানিয়েছিলেন পিএসজির সঙ্গে নতুন করে আর কোনো চুক্তি করবেন না তিনি।

ফুটবল

এখনই চালু হচ্ছে না নীল কার্ড

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ফুটবল অঙ্গনে হইচই ফেলে দেওয়া নীল কার্ড ব্যবস্থা এখনই চালু হচ্ছে না। সম্প্রতি স্কটল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডের (আইএফএবি) বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে হ্যান্ডবল, পেনাল্টি কিক ও গোলকিপার কর্তৃক বল ধরে রাখার বিষয়ে তিনটি নতুন আইন অনুমোদন করা হয়েছে, যা ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে।

পরীক্ষামূলকভাবে নীল কার্ড চালুর কথা এসেছে খেলায় শৃঙ্খলা বাড়ানোর ভাবনা থেকে। বর্তমানে রেফারিরা লঘু অপরাধের ক্ষেত্রে হলুদ কার্ড এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ও গুরু অপরাধের ক্ষেত্রে লাল কার্ড দেখিয়ে থাকেন। এর মাঝামাঝি শাস্তি হিসেবে দায়ী খেলোয়াড়কে ১০ মিনিটের জন্য মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিতে শীর্ষস্তরে নীল কার্ড চালুর কথা ভেবেছিল আইএফএবি। তবে ফিফার আপত্তিতে সেটি এখন আটকে গেছে।

অভিজ্ঞতায় ভর করে বিপিএলে চ্যাম্পিয়ন বরিশাল

শাহিদুল তন্ময়

ফ্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের বড় আসর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ। ২০২২ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের কাছে হেরে শিরোপা জয়ের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল ফরচুন বরিশালের। দুই বছর পর সেই কুমিল্লাকে হারিয়ে অপূর্ণ স্বপ্নকে পূর্ণতা দিলো বরিশাল। ফাইনালে বোলারদের দারুণ বোলিংয়ের পর অধিনায়ক তামিম ইকবাল আর কাইল মায়ার্সের অনবদ্য ব্যাটিংয়ে ছয় উইকেটের জয় সহজ পেয়েছে তাঁরা।

টসে জিতে আগে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া বরিশালকে প্রথম ওভারেই উদযাপনের উপলক্ষ এনে দেন মায়ার্স, স্বদেশী সুনীল নারাইনকে ফেরান তিনি। ইনফর্ম তাওহীদ হৃদয় অবশ্য ভাল কিছুর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, কিন্তু ১০ বলে ১৫ রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরতে হয় তাঁকে। অধিনায়ক লিটনও বরণ করেছেন একই ভাগ্য, ১৬ রান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে।

গত ফাইনালের নায়ক জনসন চার্লসের উপর এবারও ভরসা করেছিল কুমিল্লা, কিন্তু সেট হয়ে উঠে দিয়ে আসেন তিনি। ফলে ৬৫ রানে চার উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে দলটি, রান আউটে মঈন আলী কাটা পড়লে সেই চাপ আরো বাড়ে। তবে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন স্কোরবোর্ড সচল রাখেন, তাঁর ৩৮ রানে ভর করে দলীয় শতক পূর্ণ হয়। শেষদিকে ক্যামিও খেলেন আন্দ্রে রাসেল, ১৪ বলে ২৭ রান করেন তিনি। এছাড়া জাকের আলির ব্যাট থেকে আসে ২০ রান। তাতেই ১৫৪ রানের পুঁজি পায় লিটনের দল।

রান তাড়া করতে নেমে তামিম আর মেহেদি হাসান মিরাজ কোন সুযোগই দিতে চাইলেন না প্রতিপক্ষকে। শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে খেলেছেন দু'জনে, এর ফলে প্রথম ছয় ওভারেই ৫৯ রান করে বরিশাল। অষ্টম ওভারে তামিমকে আউট করে ব্রেক থ্রু এনে দেন মঈন, ততক্ষণে অবশ্য ২৬ বলে ৩৯ রান করেছেন এই বাঁ-হাতি। ব্যক্তিগত ২৯ রানে মিরাজ থামলে খানিকটা আশা জেগেছিল ভিক্টোরিয়ান্সদের মনে।

কিন্তু মায়ার্স আর মুশফিক কোন বিপদ ঘটতে দেননি, তাঁদের পঞ্চাশোর্ধ রানের জুটিতে ম্যাচের ফলাফল অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে যায়। ৪৬ রান করে উইন্ডিজ অলরাউন্ডার যখন আউট হন জয় থেকে তখন কেবল ১৪ রান দূরে ছিল তাঁর দল। একই ওভারে মুশিও ফিরে যান সাজ ঘরে; তাতে অবশ্য বরিশালের জয় পেতে সমস্যা হয়নি।

শেষপর্যন্ত বাকি পথ সহজেই পাড়ি মাহমুদউল্লাহ এবং ডেভিড মিলার। এক ওভার হাত রেখেই নির্ধারিত লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলেন তাঁরা। এর মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মত বিপিএলের ট্রফি নিজেদের করে নিলো দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিনিধিরা।

২০৩৪ ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করতে চায় সৌদি

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

একমাত্র দেশ হিসেবে ২০৩৪ বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিয়েছে সৌদি আরব। যেখানে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। যদিও অস্ট্রেলিয়া আগ্রহ দেখিয়েছিল। তবে অক্টোবরে ফিফার ডেডলাইনের আগমুহূর্তে আবেদন সরে দাঁড়ায় তারা।

সবকিছু ঠিক থাকলে সৌদি আরবই হতে যাচ্ছে ২০৩৪ বিশ্বকাপের আয়োজক। বছরের শেষ দিকে জুরিখে অনুষ্ঠিত হবে ফিফার কংগ্রেস। সেখানেই আয়োজকের নাম ঘোষণা করবে ফিফা। সৌদি আরব একমাত্র দেশ হিসেবে আগ্রহ দেখালেও ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিতে হয়।

সৌদি আরব ফুটবল ফেডারেশনের (এসএএফএফ) সভাপতি ইয়াসির আল মিসেহাল বলেছেন দেশটির দ্রুত রূপান্তরের কারণে বিড সফল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্পর্কে সৌদি ফুটবল প্রধান বলেন, 'এক্ষেত্রে আমাদের ফুটবল গল্প বিশ্বের কাছে তুলে ধরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষ ও নারী ফুটবলে আমরা অভূতপূর্ব উন্নতি করেছি। পুরো বিশ্বকে আমাদের এই চমৎকার যাত্রার সাথে যোগ করতে বিডে উন্মুক্ত আমন্ত্রণ থাকবে।'

বিডের প্রচারণায় সৌদি আরব ফুটবল ফেডারেশন 'গ্রোয়িং. টুগেদার' নামে একটি স্লোগানও প্রকাশ করেছে। সে সঙ্গে প্রচারণার জন্য একটি লোগোও বের করা হয়েছে। এই লোগোয় বিভিন্ন রঙে রাঙানো ফিতা দিয়ে লেখা '৩৪' সংখ্যাটি। এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণার অংশ হিসেবে বেশ কিছু পোস্ট দিয়েছে সৌদি ফুটবল ফেডারেশন।

সৌদি আরব ২০৩৪ বিশ্বকাপের আয়োজক হলে, প্রথমবারের মতো একক দেশে অনুষ্ঠিত হবে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ। আগামী ২০২৬ বিশ্বকাপে প্রথমবার অংশ নেবে ৪৮ দল। যা অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায়। এর পরের বিশ্বকাপের আয়োজক মরক্কো, পর্তুগাল ও স্পেন। তবে প্রথম তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়ে। কাতার বিশ্বকাপের মতো ২০৩৪ বিশ্বকাপও শীতকালীন মৌসুমে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রীতির জোড়া গোলে জয়ে শুরু বাংলাদেশের

সাফ অনূর্ধ্ব-১৬

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

সিনিয়র সাফ নারী টুর্নামেন্টের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে সম্প্রতি কাঠমান্ডুর চিয়াশাল স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ২-০ গোলে হারিয়েছে স্বাগতিক নেপালকে। দুটি গোলই করেন সৌরভি আকন্দ প্রীতি।

কাঠমান্ডুর উচ্চতা ও জল হাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে বাংলাদেশ সময় পেয়েছে দু'দিন। প্রস্তুতি যে ভালো হয়েছে তার প্রমাণ মিলেছে ম্যাচে। ম্যাচ জুড়ে একের পর এক আক্রমণের ঢেউ গেছে নেপালের বক্সে। তাতে সাইফুল বারী টিটুর দলের আরও বড় ব্যবধানে জয় না পাওয়াটা হতাশার।

হাইলাইন ডিফেন্স করে স্বাগতিকদের শুরু থেকে চাপে রাখে বাংলাদেশ। ১৫ মিনিটে আলফির ফ্রি-কিক নেপালের গোলকিপার ঝর্না দুমরাকোতি এক হাত দিয়ে কোনমতে রুখে দিয়ে তালুবন্দী করেন।

২৪ মিনিটে প্রথম গোলের দেখা পায় বাংলাদেশ। সাথী মুন্ডার দারুণ এক মুভে বক্সের ভেতরে প্রীতি জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে আসা গোলকিপারের পাশ দিয়ে জালে পাঠান। ৫ মিনিট পর পেনাল্টি থেকে বাংলাদেশ ব্যবধান দ্বিগুণ করে বাংলাদেশ। আলপি আক্তারকে ফেলে দেন গোলকিপার। রেফারি পেনাল্টির বাঁশি বাজান। স্পট কিক থেকে গোলকিপারের ডান দিক দিয়ে জোরালো শটে দলকে আবারও এগিয়ে নেন প্রীতি।

দুই অর্ধেই নেপাল গোল শোধ দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যায়। তবে গোলকিপার ইয়ারজান বেগমের বড় পরীক্ষা নিতে পারেননি স্বাগতিকরা।

৫২ মিনিটে কর্নার থেকে বাংলাদেশের একজনের শট পোস্টের পাশ দিয়ে যায়। ৭৬ মিনিটে আলফি হতাশ করেন। মধ্যমাঠ থেকে থ্রু বল পেয়ে আলফি বক্সের ভেতরে আগুয়ান গোলকিপারকে একা পেয়েও পরাস্ত করতে পারেননি।

রাউন্ড রবিন লিগ পর্বে ৫ মার্চ ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।

দল চারটি বলেই দুই গ্রুপ করার সুযোগ নেই এই আসরে। রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতি, সব দল একে অপরের মুখোমুখি হবে। ফলে প্রথম ম্যাচে জয়ে ফাইনালের পথে কিছুটা এগিয়ে গেল বাংলাদেশ।

প্রবাসে বাংলার কথা বলে

ওয়েব নিউজ

ফ্রান্স দূতাবাসের অস্থায়ী শহীদ মিনারে জুতা পায়ে সরকারি কর্মকর্তারা

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (২১ ফেব্রুয়ারি) ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে খালি পায়ে শহীদ মিনারে গিয়ে ফুল দেওয়াই আমাদের রীতি। কিন্তু অযাচিতভাবে এই নিয়ম অমান্য করতে দেখা যায় কখনও কখনও কেউ কেউ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে শহীদ মিনারের বেদিতে জুতা পায়ে উঠে পড়েন।

এবার দেশের বাইরে, ইউরোপের দেশ ফ্রান্সে বাংলাদেশ দূতাবাস অফিসের সামনে অস্থায়ী শহীদ মিনারে জুতা পরা অবস্থায় দেখা গেছে ফ্রান্স দূতাবাসের প্রধান কর্মকর্তা এম এ তালহা,ফাস্ট সেক্রেটারি ওয়ালিদ বিন কাশেম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা বিগ্রেডিয়ার মিজানসহ আরো অনেককে।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

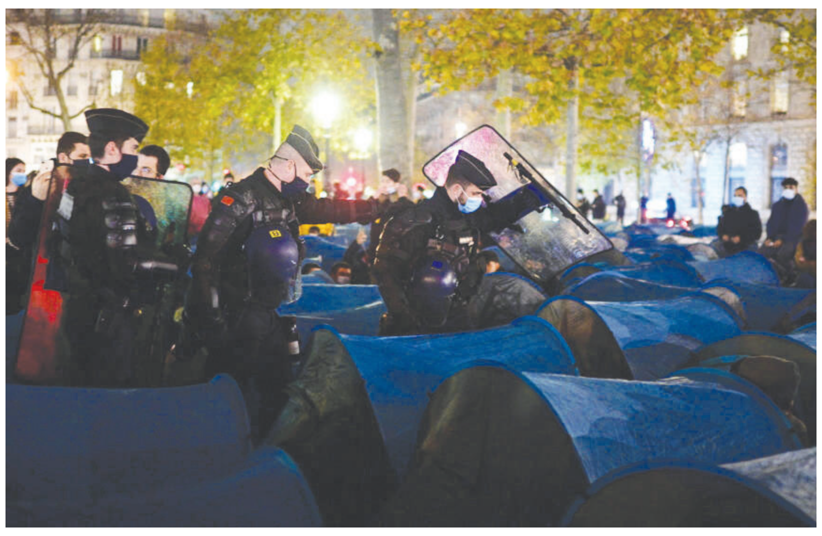

ফ্রান্সে অলিম্পিককে সামনে রেখে অস্থায়ী অভিবাসী শিবির উচ্ছেদ

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

আসন্ন প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পথে তৈরি একটি অনানুষ্ঠানিক অভিবাসী শিবির ভেঙে দিয়েছে ফরাসি প্রশাসন। এনজিও ইতুপিয়া ৫৬ জানিয়েছে, শিবিরটিতে প্রায় ১০০ অভিভাবকহীন অপ্রাপ্তবয়স্ক অভিবাসী অবস্থান করছিলেন।

সম্প্রতি এক রাতে উক্ত অভিযান পরিচালিত হয় বলে নিশ্চিত করেছে অপ্রাপ্তবয়স্কের সহায়তা দেয়া অভিবাসন সংস্থা ইতুপিয়া ৫৬।

উচ্ছেদ করা অনানুষ্ঠানিক শিবিরটির অবস্থান ছিল চলতি বছর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া প্যারিস অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের একেবারে কাছাকাছি।

অধিকারকর্মীরা কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে বিস্ময় প্রকাশ করেছে, কারণ শিবিরটি উচ্ছেদ করা হলেও তাদের দাবি অনিয়মিত তরুণ অভিবাসীদের কাউকেই সরকারি আবাসনে স্থানান্তর করা হয়নি।

ভেঙে দেওয়া শিবিরটিতে দুই থেকে তিন মাস ধরে অবস্থান করছিলেন অপ্রাপ্তবয়স্ক অভিবাসীরা।

ইতুপিয়া ৫৬ এর মুখপাত্র নিকোলাই পোসনের ইনফোমাইগ্রেন্টসকে বলেন, “অভিযানে বিপুল সংখ্যক পুলিশ সদস্য উপস্থিত থাকলেও কোন ধরনের সহিংস আচরণ করা হয়নি। পুলিশ তাঁবুর চারপাশে একটি ঘের তৈরি করে তরুণদের একপাশে দাঁড়াতে বলেছিল। পরবর্তীতে সেখান থেকে শিবিরগুলো সরিয়ে নেয়া হয়।”

সংস্থাগুলো জানিয়েছে, একদিন ঘটনাস্থল থেকে তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আরেকটি শিবিরও খালি করে দিয়েছে। অভিবাসীদের কাউকে আবাসন ব্যবস্থায় ঠাঁই দেয়া হয়নি।

তবে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ইল-দ্য-ফ্রন্সঁ রিজিওনের প্রেফেকচুর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, “প্রকৃতপক্ষে ৭২ জন অভিবাসীকে আবাসন ব্যবস্থার স্থানান্তর করা হয়েছে। যাদের মধ্যে ৪৬ জনকে ইল-দ্য-ফ্রন্সঁ রিজিওনের

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

যুক্তরাজ্যের আশ্রয়কেন্দ্র

‘কারাগারের মতো’ পরিস্থিতি

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন কাউন্সিল অফ ইউরোপ নতুন এক প্রতিবেদনে বলেছে, যুক্তরাজ্যের অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর অবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে ‘কারাগারের মতো’। এগুলো উন্নতির অনেক সুযোগ আছে।

বৃহস্পতিবার সংগঠনটির ইউরোপীয়ান কমিটি ফর দ্য প্রিভেনশন অফ টর্চার বা সিপিটির এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘ডিটেনশন সেন্টার’ বা অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর অবস্থা উন্নত করতে যুক্তরাজ্যকে এখনো বহুদূর পথ পাড়ি দিতে হবে।

গত বছর সিপিটি যুক্তরাজ্যের চারটি ডিটেনশন সেন্টার পরিদর্শন করে। এগুলো হলো: নিউক্যাসল শহরের কাছে ডেরওয়েন্টসাইড, গ্যাটউইক বিমানবন্দরের ব্রুক হাউজ, কোলনব্রুক ও লন্ডন এলাকায় হারমন্ডসওয়ার্থ কেন্দ্র।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

সাইপ্রাসে পাতানো বিয়ে

মানব পাচার চক্রের সন্দেহভাজন ১৫ সদস্য গ্রেপ্তার

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

সাইপ্রাসে ভুয়া বিয়ের মাধ্যমে ইউরোপে মানবপাচারে সহায়তা করা একটি চক্রের ১৫ সদস্যকে আটক করেছে ইউরোপোল। চক্রটি পর্তুগিজ ও লাটভিয়ার মেয়েদের সঙ্গে ভারতীয় ও পাকিস্তানি ছেলেদের পাতানো বিয়ের ব্যবস্থা করত বলে জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পুলিশের সংস্থাটি।

গত ২৯ জানুয়ারি ‘অপারেশন টাস্ক ফোর্স লিমাসল’

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

চলচ্চিত্র

অস্কারে অভিবাসীদের গল্প নিয়ে সিনেমা

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ইটালির চলচ্চিত্র পরিচালক মাত্তেও গারোনে তার নতুন ছবি নিয়ে গেছেন অস্কারে। ছবিটি বানানো হয়েছে কেমন করে ভয়ঙ্কর পথ পাড়ি দিয়ে অভিবাসীরা ছোটেন উন্নত জীবনের আশায়।

‘লো কাপিতানো’ নামের চলচ্চিত্রটি মূলত দুই জন টিনএজের গল্প নিয়ে। তারা সেনেগাল থেকে আফ্রিকা পাড়ি দিয়ে ইউরোপে পৌঁছার চেষ্টা করে। ছবিটি অস্কারের সেরা বিদেশি চলচ্চিত্র ক্যাটাগরিতে আরো চারটি চলচ্চিত্রের সঙ্গে মনোনয়ন পেয়েছে। আগামী ১০ মার্চ ঘোষণা হবে কে পেলেন অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড।

পরিচালক গারোনের কাছে অস্কার মনোনয়ন পাওয়াটাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বার্তা সংস্থা এএফপিকে দেয়া সাক্ষাৎতারে তিনি বলেন, “প্রতিটি স্বীকৃতি মানুষের বদ্ধমূল ধারণাকে পালটে দিতে সাহায্য করে।”

এই ছবিটি তার ১১তম ফিচার ফিল্ম। ২০০৮ সালে নির্মিত ‘গোমোরাহ’ ও ২০১৯ সালে ‘পিনোকিও’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি পান।

‘লো কাপিতানো’ চলচ্চিত্রের অসাধারণ দৃশ্যগুলো ছাড়াও এতে একটা নিষ্ঠুর বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। অভিবাসীদের একটা বড় অংশ শিশু। তারা আফ্রিকা পাড়ি দিয়ে, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যাবার স্বপ্ন দেখে এবং ঝুঁকি নিয়ে তা পার হয়।

ছবিতে ১৫ বছর বয়সি দুই ভাই পরিবারকে কিছু না বলে নিজেদের ভবিষ্যৎ বাজিয়ে দেখতে বেরিয়ে পড়ে। পরিচালক গারোনে ঠিক এমনই বাস্তবতা দেখেছেন সিসিলির কাটানিয়ায়।

সেখানে একটি নৌকায় আড়াইশ’ অভিবাসীকে নিয়ে নৌকা চালিয়ে চলে আসে এক বালক, যার আগে কখনো নৌকা চালানোর অভিজ্ঞতাই ছিল না।

“এই ঘটনা আমাকে তেমন অ্যাডভেঞ্চার গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়, যেমনটি লিখতেন স্টিভেনসন, জ্যাক লন্ডন বা কনরাড,” বলেন গারোনে।

“এই চলচ্চিত্রে সেটিই দেখানো হয়েছে। সেখানে এক দল তরুণ আছে, যারা স্বপ্ন পূরণে বের হয়ে পড়ে,” যোগ করেন এই পরিচালক।

ফেনী জেলা সমিতি ইতালির নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

ইতালি ফেনী জেলা সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত

জহুরুল হক রাজু, *ইতালি*

বহুল প্রতিক্ষিত ফেনী জেলা সমিতি ইতালির নির্বাচন শেষ হয়েছে। রাজধানী রোমের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টের হল রুমে অনুষ্ঠিত ২৫ ফেব্রুয়ারি রবিবার দিন ব্যাপী ভোট কেন্দ্রে সকাল থেকেই রোম ও রোমের আশেপাশে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রবাসী ফেনী জেলার বাংলাদেশিরা উপস্থিত হন।

দিন শেষে প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আলা উদ্দিন শিমুল। সর্বোচ্চ ভোট ৩৬৬ নিয়ে সভাপতি হিসাবে জয়ী হন আবুল কালাম আজাদ, আবু সাঈদ কাবলু সাধারণ সম্পাদক এবং সিনিয়র সহ সভাপতি হিসাবে ওমর ফারুক শিমুল জয়ী হন।

এই সময় নব নির্বাচিত নেতৃবৃন্দরা বলেন” সাংগঠনিক ও গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এই সমিতি প্রতিটি উন্নয়ন মূলক

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

২০২৩ সালে গ্রিসে বৈধতা পেয়েছেন প্রায় সাড়ে তিন হাজার বাংলাদেশি

মোহাম্মদ আরিফ উল্লাহ

এথেন্স-ঢাকা সমঝোতা স্মারক চুক্তির আওতায় গত বছর গ্রিসে বৈধতা পেয়েছেন তিন হাজার ৪০৫ জন বাংলাদেশি নাগরিক। দেশটির আশ্রয় ও অভিবাসন বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইনফোমাইগ্রেন্টসকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

চুক্তির আওতায় ২০২৩ সালের ১১ জানুয়ারি থেকে অনিয়মিতভাবে থাকা বাংলাদেশিদের নিয়মিত হতে আবেদন করার সুযোগ দেয় গ্রিস। গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এই চুক্তির আওতায় আবেদনের প্রক্রিয়া শেষ হয়।

শর্ত হিসেবে আবেদনকারীকে ন্যূনতম দুই বছর মেয়াদি বাংলাদেশি পাসপোর্ট, ২০২২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারির আগে থেকে গ্রিসে বসবাসের প্রমাণ এবং নিয়মিত হলে চাকরির নিশ্চয়তার প্রমাণ জমা দেয়ার বাধ্যবাধকতা দেয়া হয়।

অনিয়মিত অভিবাসীদের এথেন্সে বাংলাদেশি দূতাবাসে প্রাথমিক নিবন্ধন পরবর্তীতে গ্রিক সরকারের অনলাইন প্লাটফর্মে আবেদন করার নিয়ম রাখা হয়।

ইনফোমাইগ্রেন্টসের অনুরোধে ১৫ ফেব্রুয়ারি ইমেইলে দুই দেশের মধ্যে সম্পন্ন চুক্তির আওতায় পুরো বছরের পরিসংখ্যান জানিয়েছে আশ্রয় ও অভিবাসন মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ বিভাগ।

গ্রিক কর্তৃপক্ষের দেয়া তথ্য অনুসারে, সমঝোতা চুক্তির আওতায় ২০২৩ সালে নিয়মিতকরণের জন্য আবেদন করেছেন মোট ১০ হাজার ৩৩৭ জন অনিয়মিত বাংলাদেশি।

যাদের মধ্যে বিভিন্ন ত্রুটির কারণে বাতিল হয়েছে এক হাজার ১৯টি আবেদন। তবে প্রত্যাখাত আবেদনগুলোর মধ্যে শর্তপূরণ করে আবারো

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

ফরাসি দ্বীপ মায়োতে নাগরিকত্ব আইন সংস্কারের ঘোষণা

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

অনিয়মিত অভিবাসনের কারণে ভারত মহাসারে অবস্থিত ফরাসি ডিপার্টমেন্ট মায়োতে চলছে গুরুতর সামাজিক সংকট ও রাজনৈতিক অচলাবস্থা। সমস্যা সমাধানে রোববার দ্বীপটি সফর করে নাগরিকত্ব সম্পর্কিত ‘ভূমি আইন’ সংশোধনের ঘোষণা দিয়েছেন ফরাসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড দারমানা।

ফ্রান্সের মূল ভূখণ্ডের বাইরে রয়েছেও বেশ কিছু ফরাসি ডিপার্টমেন্ট ও রিজিওন। আইন অনুযায়ী, এসব দ্বীপের নাগরিকরা ফরাসি নাগরিক এবং ফ্রান্সের মূল ভূখণ্ডের ন্যায় একই সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

অপ্রাপ্তবয়স্ক শরণার্থীরা আয়ের শর্ত ছাড়াই পরিবার আনতে পারবে ইউরোপ

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোর্ট অফ জাস্টিস (সিজেইইউ) মঙ্গলবার এক রায়ে বলেছে, একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক শরণার্থী কোনো শর্ত ছাড়াই তার পিতামাতাকে নিজ দেশ থেকে আনতে পারিবারিক পুনর্মিলন ভিসার সুযোগ পাবেন। আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, পরিবার আনার প্রক্রিয়ার সময় আবেদনকারী প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলেও এই সুযোগ বহাল থাকবে।

অস্ট্রিয়ায় বসবাসরত এক সিরীয় শরণার্থীর মামলার প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোর্ট অফ জাস্টিস (সিজেইইউ)। এই সিদ্ধান্তটি জোটের সব সদস্য রাষ্ট্রের জন্য একটি নজির স্থাপন করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

৩০ জানুয়ারি দেয়া রায়ে আদালত জানায়, ”একজন অভিভাবকহীন অপ্রাপ্তবয়স্ক শরণার্থী কোন প্রকার আয়ের শর্ত ছাড়াই তিনি যে দেশে আছেন সেখানে তার পিতামাতাকে নিয়ে আসার অধিকার রয়েছে। এমনকি পারিবারিক পুনর্মিলন প্রক্রিয়ার সময় কেউ প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলেও এই সুযোগ পাওয়ার অধিকার আছে।”

কোর্ট অফ জাস্টিসের রায়ে ভিয়েনার প্রশাসনিক আদালতে যাওয়া একজন সিরীয় নাগরিকের মামলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যার পারিবারিক পুনর্মিলনের অনুরোধ অস্ট্রিয়ান কর্তৃপক্ষ প্রথমে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

সংশ্লিষ্ট সিরীয় তরুণ একজন অভিভাকহীন নাবালক হিসাবে অস্ট্রিয়ায় এসেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তার বাবা-মা এবং গুরুতর অসুস্থ বোনকে অস্ট্রিয়ায় নিয়ে আসার আবেদন করছিলেন।

কিন্তু প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে পড়লে তার আবেদন প্রত্যাখান করে ভিয়েনা কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলবার আদালত আরো জানায়, ”অপ্রাপ্তবয়স্কদের

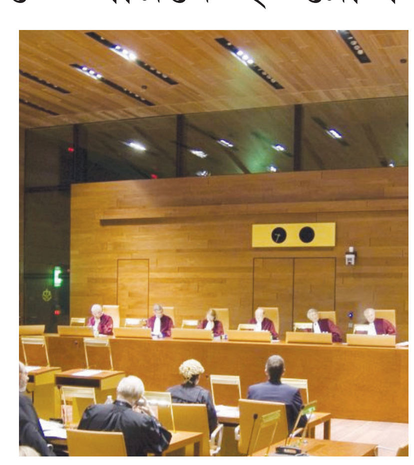

পরিবার আনার অধিকার পেতে বাসস্থান, স্বাস্থ্যবীমা এবং আয়ের শর্ত দেয়া উচিৎ নয়। প্রকৃতপক্ষে, একজন অভিভাকহীন অপ্রাপ্তবয়স্ক শরণার্থীর পক্ষে এসব শর্ত পূরণ করা কার্যত অসম্ভব। তার পিতামাতার পক্ষেও এই ধরনের শর্ত পূরণ করা অত্যন্ত কঠিন।”

এই সিদ্ধান্তটি ইইউ’র অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্যেও একটি নজির স্থাপন করবে। বেশ কিছু দেশে অনুরূপ কিছু মামলা চলছে।

ফ্রান্সে পারিবারিক পুনর্মিলনের আইনে বলা হয়েছে, একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক শরণার্থী তার পরিবারের সদস্যদের (পিতামাতার পাশাপাশি নাবালক ভাই ও বোনদের) আয়ের শর্ত ছাড়াই আনতে পারবে।

এছাড়া, প্রাপ্তবয়স্ক শরণার্থীরা আশ্রয় আবেদনের আগেই বিবাহিত হয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে নিজের স্ত্রী অথবা স্বামীকে এবং ১৮ বছর বয়সের নিচে থাকা সন্তানদের কোন শর্ত ছাড়াই নিয়ে আসতে পারেন। অন্যান্য সকল বৈধ অভিবাসীদের আবাসন ও আয়ের শর্ত পূরণ করতে হয়।

ইতালিতে মাতৃভাষা দিবস পালন

জহুরুল হক রাজু

২১ ফেব্রুয়ারি সকালে রোমের স্থায়ী শহীদ মিনারে বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত মোঃ মনিরুল ইসলাম শহীদ বেদীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এই সময় রাষ্ট্রদূত বাংলা ভাষার গৌরব কে সমুজ্জ্বল রাখতে ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল হয়ে সকল প্রবাসীদের কাজ করার আহ্বান জানান।

এর পরেই ইতালি আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, বিভিন্ন সামাজিক ও ব্যবসায়িক সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করেন। ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের বিজয় গাঁথা কে বহিঃবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা র পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন ইতালি আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মাহতাব হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

রোমানিয়ায় কাজের ভিসা

দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় শীর্ষে বাংলাদেশিরা

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

গত বছর দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো থেকে প্রায় ৪২ হাজার অভিবাসী ওয়ার্ক পারমিট বা দীর্ঘ মেয়াদি কাজের ভিসায় রোমানিয়ায় এসেছেন। সবচেয়ে বেশি ভিসা পেয়েছেন শ্রীলঙ্কানরা। দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন বাংলাদেশিরা।

মঙ্গলবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) ইনফোমাইগ্রেন্টসকে সাম্প্রতিক বছরগুলোর অভিবাসন পরিসংখ্যান

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

AMAN CONSULT’IMM

গ্রাহকদের কাছে একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

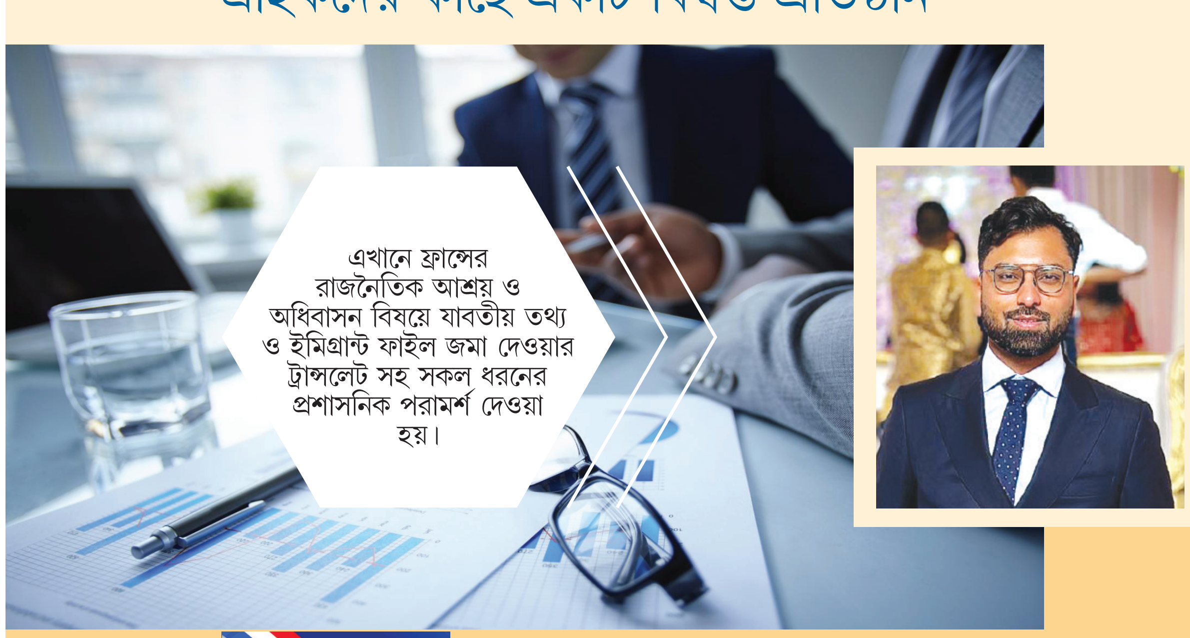

Adresse

14 rue des petits hôtels 75010 Paris

+337 67888122

১২ বছর থেকে বাংলাদেশ কমিটির সেবায় নিয়োজিত বাংলাদেশ ফার্নিচার

আপনার বাসা কিংবা অফিস সজ্জিত করতে যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে। তুর্কি, চায়না ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানিকৃত ফার্নিচার সেট আপনার ঘর এবং জীবনকে সুবিধা ও স্টাইলে সমৃদ্ধ করবে। আমরা দিচ্ছি হোম ডেলিভারি এবং ফিটিংসহ কিস্তি সুবিধা।

প্রোপাইটর : সেলিম রেজা

160 Av. Paul Vaillant Couturier 93120 La Courneuve

+33605639649 / +33(0)188502394

meublesdeparis@gmail.com

www.meublesdeparis.com/

প্রকাশক : **এম এ আজাদ**, সম্পাদক : **বদরুল বিন আফরোজ**। প্রকাশক কর্তৃক 153 rue des cites 93300 Aubervilliers থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

ইমেইল : webnewsprint@gmail.com. ফোন নাম্বার : 01 88 50 43 38. ওয়েবসাইট : www.webnews24.fr